ক্ষণিকা

ক্ষণিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

বর্ণানুক্রমিক

শিরোনামসূচী

প্রথম ছত্রের সূচী

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত
সুহৃত্তমের প্রতি

ক্ষণিকারে দেখেছিলে
ক্ষণিক বেশে কাঁচা খাতায়,
সাজিয়ে তারে এনে দিলেম
ছাপা বইয়ের বাঁধা পাতায়।
আশা করি— নিদেন পক্ষে
ছ'টা মাস কি এক বছরই
হবে তোমার বিজন বাসে
সিগারেটের সহচরী।
কতকটা তার ধোঁয়ার সঙ্গে
স্বপ্নলোকে উড়ে যাবে,
কতকটা কি অগ্নিকণায়
ক্ষণে ক্ষণে দীপ্তি পাবে।
কতকটা বা ছাইয়ের সঙ্গে
আপনি খসে পড়বে ধুলোয়,
তার পরে সে ঝেঁটিয়ে নিয়ে
বিদায় কোরো ভাঙা কুলোয়॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদ্‌বোধন

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়,
ফুটে আর টুটে পলকে,
তাহাদেরই গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে॥

প্রতি নিমেষের কাহিনী
আজি বসে বসে গাঁথিস নে আর,
বাঁধিস নে স্মৃতিবাহিনী।
যা আসে আসুক, যা হবার হোক,
যাহা চলে যায় মুছে যাক শোক,
গেয়ে ধেয়ে যাক দ্যুলোক ভূলোক
প্রতি পলকের রাগিণী।
নিমেষে নিমেষ হয়ে যাক শেষ
বহি নিমেষের কাহিনী॥

ফুরায় যা, দে রে ফুরাতে।
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম
ফিরে যাস নেকো কুড়াতে।
বুঝি নাই যাহা চাই না বুঝিতে,
জুটিল না যাহা চাই না খুঁজিতে,
পুরিল না যাহা কে রবে যুঝিতে
তারি গহ্বর পুরাতে।
যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ,
ফুরাইলে দিস ফুরাতে॥

ওরে থাক্, থাক্ কাঁদনি!
দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দে রে

নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনি।
যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নে রে বুকে,
আজিকার মতো যাক যাক চুকে
যত অসাধ্য-সাধনি।
ক্ষণিক সুখের উৎসব আজি,
ওরে থাক্, থাক্ কাঁদনি॥

শুধু অকারণ পুলকে
নদীজলে-পড়া আলোর মতন
ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।
ধরণীর 'পরে শিথিলবাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস যাপন—
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন—
শিরীষফুলের অলকে।
মর্মরতানে ভরে ওঠ্ গানে
শুধু অকারণ পুলকে॥

যথাসময়

ভাগ্য যবে কৃপণ হয়ে আসে,
বিশ্ব যবে নিঃস্ব তিলে তিলে,
মিষ্টমুখে ভুবন-ভরা হাসি
ওষ্ঠে শেষে ওজন-দরে মিলে,
বন্ধুজনে বন্ধ করে প্রাণ,
দীর্ঘদিন সঙ্গীহীন একা,
হঠাৎ পড়ে ঋণ-শোধেরই পালা,
ঋণীজনের না পাওয়া যায় দেখা,
তখন ঘরে বন্ধ হ রে কবি,
খিলের পরে খিল লাগাও খিল।
কথার সাথে গাঁথো কথার মালা,
মিলের সাথে মিল মিলাও মিল॥

কপাল যদি আবার ফিরে যায়
প্রভাত-কালে হঠাৎ জাগরণে,
শূন্য নদী আবার যদি ভরে
শরৎমেঘে ত্বরিত বরিষনে,
বন্ধু ফিরে বন্দী করে বুকে,
সন্ধি করে অন্ধ অরিদল,
অরুণ ঠোঁটে তরুণ ফোটে হাসি,
কাজল-চোখে করুণ আঁখিজল,
তখন খাতা পোড়াও, খ্যাপা কবি,
দিলের সাথে দিল লাগাও দিল।
বাহুর সাথে বাঁধো মৃণাল-বাহু,
চোখের সাথে চোখে মিলাও মিল॥

মাতাল

ওরে মাতাল, দুয়ার ভেঙে দিয়ে
পথেই যদি করিস মাতামাতি,
থলিঝুলি উজাড় করে ফেলে
যা আছে তোর ফুরাস রাতারাতি,
অশ্লেষাতে যাত্রা করে শুরু
পাঁজিপুঁথি করিস পরিহাস,
অকারণে অকাজ লয়ে ঘাড়ে
অসময়ে অপথ দিয়ে যাস,
হালের দড়ি নিজের হাতে কেটে
পালের 'পরে লাগাস ঝোড়ো হাওয়া,
আমিও, ভাই, তোদের ব্রত লব—
মাতাল হয়ে পাতাল-পানে ধাওয়া ॥

পাড়ার যত জ্ঞানীগুণীর সাথে
নষ্ট হল দিনের পরে দিন,
অনেক শিখে পক্ক হল মাথা;
অনেক দেখে দৃষ্টি হল ক্ষীণ।

কত কালের কত মন্দ ভালো
বসে বসে কেবল জমা করি,
ফেলা-ছড়া ভাঙা-ছেঁড়ার বোঝা
বুকের মাঝে উঠছে ভরি ভরি—
গুঁড়িয়ে সে-সব উড়িয়ে ফেলে দিক
দিক্-বিদিকে তোদের ঝোড়ো হাওয়া।
বুঝেছি, ভাই, সুখের মধ্যে সুখ
মাতাল হয়ে পাতাল-পানে ধাওয়া॥

হোক রে সিধা কুটিল দ্বিধা যত,
নেশায় মোরে করুক দিশাহারা,
দানোয় এসে হঠাৎ কেশে ধরে
এক দমকে করুক লক্ষ্মীছাড়া!
সংসারেতে সংসারী তো ঢের,
কাজের হাটে অনেক আছে কেজো,
মেলাই আছে মস্তবড়ো লোক—
সঙ্গে তাঁদের অনেক সেজো মেজো,
থাকুন তাঁরা ভবের কাজে লেগে—
লাগুক মোরে সৃষ্টিছাড়া হাওয়া!
বুঝেছি, ভাই, কাজের মধ্যে কাজ
মাতাল হয়ে পাতাল-পানে ধাওয়া।

শপথ করে দিলাম ছেড়ে আজই
যা আছে মোর বুদ্ধি বিবেচনা,
বিদ্যা যত ফেলব ঝেড়ে-ঝুড়ে
ছেড়ে-ছুড়ে তত্ত্ব-আলোচনা !
স্মৃতির ঝারি উপুড় করে ফেলে
নয়ন-বারি শূন্য করি দিব,
উচ্ছ্বসিত মদের ফেনা দিয়ে
অট্টহাসি শোধন করি নিব !
ভদ্রলোকের তক্‌মা-তাবিজ ছিঁড়ে
উড়িয়ে দেবে মদোন্মত্ত হাওয়া !
শপথ করে বিপথ-ব্রত নেব—
মাতাল হয়ে পাতাল-পানে ধাওয়া

যুগল

ঠাকুর, তব পায়ে নমোনমঃ,
পাপিষ্ঠ এই অক্ষমেরে ক্ষম,
আজ বসন্তে বিনয় রাখো মম—
বন্ধ করো শ্রীমদ্ভাগবত।
শাস্ত্র যদি নেহাত পড়তে হবে
গীত-গোবিন্দ খোলা হোক-না তবে ;
শপথ মম, বোলো না এই ভবে
জীবনখানা শুধুই স্বপ্নবৎ !
একটা দিনের সন্ধি করিয়াছি,
বন্ধ আছে যমরাজের সমর—
আজকে শুধু এক বেলারই তরে
আমরা দোঁহে অমর, দোঁহে অমর

স্বয়ং যদি আসেন আজি দ্বারে
মানব নাকো রাজার দারোগারে—
কেল্লা হতে ফৌজ সারে সারে
দাঁড়ায় যদি, ওঁচায় ছোরাছুরি,

বলব, রে ভাই, বেজার কোরো নাকো—
গোল হতেছে, একটু থেমে থাকো,
কৃপাণ-খোলা শিশুর খেলা রাখো
খ্যাপার মতো কামান-ছোঁড়াছুঁড়ি!
একটুখানি সরে গিয়ে করো
সঙের মতো সঙিন-ঝমঝমর—
আজকে শুধু এক বেলারই তরে
আমরা দোঁহে অমর, দোঁহে অমর॥

বন্ধুজনে যদি পুণ্যফলে
করেন দয়া, আসেন দলে দলে,
গলায় বস্ত্র কব নয়নজলে—
ভাগ্য নামে অতিবর্ষাসম!
এক দিনেতে অধিক মেশামেশি
শ্রান্তি বড়োই আনে শেষাশেষি—
জান তো, ভাই, দুটি প্রাণীর বেশি
এ কুলায়ে কুলায় নাকো মম।
ফাগুন মাসে ঘরের টানাটানি,
অনেক চাঁপা, অনেকগুলি ভ্রমর—
ক্ষুদ্র আমার এই অমরাবতী,
আমরা দুটি অমর, দুটি অমর॥

শাস্ত্র

পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে ;
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে।
বনে এত বকুল ফোটে,
গেয়ে মরে কোকিল পাখি,
লতাপাতার অন্তরালে
বড়ো সরস ঢাকাঢাকি!
চাঁপার শাখে চাঁদের আলো,
সে সৃষ্টি কি কেবল মিছে?
এ-সব যারা বোঝে তারা
পঞ্চাশতের অনেক নীচে!
পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে ;
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে॥

ঘরের মধ্যে বকাবকি
নানান মুখে নানা কথা ;
হাজার লোকে নজর পাড়ে,
একটুকু নাই বিরলতা।
সময় অল্প, ফুরায় তাও
অরসিকের আনাগোনায়,
ঘণ্টা ধরে থাকেন তিনি
সংপ্রসঙ্গ-আলোচনায়।
হতভাগ্য নবীন যুবা
কাজেই থাকে বনের খোঁজে,
ঘরের মধ্যে মুক্তি যে নেই
এ কথা সে বিশেষ বোঝে।
পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে ;
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে॥

আমরা সবাই নব্যকালের
সভ্য যুবা অনাচারী
মনুর শাস্ত্র শুধরে দিয়ে
নতুন বিধি করব জারি—

বুড়ো থাকুন ঘরের কোণে
পয়সাকড়ি করুন জমা,
দেখুন বসে বিষয়পত্র,
চালান মামলা-মকদ্দমা ;
ফাগুন মাসে লগ্ন দেখে
যুবারা যাক বনের পথে,
রাত্রি জেগে সাধ্যসাধন,
থাকুক রত কঠিন ব্রতে !
পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে ;
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে ॥

অনবসর

ছেড়ে গেলে হে চঞ্চলা,
হে পুরাতন সহচরী !
ইচ্ছা বটে বছর-কতক
তোমার জন্য বিলাপ করি—
সোনার স্মৃতি গড়িয়ে তোমার
বসিয়ে রাখি চিত্ততলে,
একলা ঘরে সাজাই তোমায়
মাল্য গেঁথে অশ্রুজলে,
নিদেন কাঁদি মাসেক-খানেক
তোমায় চির-আপন জেনেই—
হায় রে আমার হতভাগ্য,
সময় যে নেই, সময় যে নেই॥

বর্ষে বর্ষে বয়স কাটে,
বসন্ত যার কথায় কথায়,
বকুলগুলো দেখতে দেখতে
ঝ'রে পড়ে যথায় তথায়,

মাসের মধ্যে বারেক এসে
অস্তে পালায় পূর্ণ-ইন্দু,
শাস্ত্রে শাসায় জীবন শুধু
পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দু—
তাঁদের পানে তাকাব না
তোমায় শুধু আপন জেনেই
সেটা বড়োই বর্বরতা—
সময় যে নেই, সময় যে নেই ॥

এসো আমার শ্রাবণ-নিশি
এসো আমার শরৎলক্ষ্মী,
এসো আমার বসন্তদিন
লয়ে তোমার পুষ্পপক্ষী,
তুমি এসো, তুমিও এসো,
তুমি এসো, এবং তুমি—
প্রিয়ে, তোমরা সবাই জানো
ধরণীর নাম মর্তভূমি—
যে যায় চলে বিরাগ-ভরে
তারেই শুধু আপন জেনেই
বিলাপ ক'রে কাটাই এমন
সময় যে নেই, সময় যে নেই ॥

ইচ্ছে করে বসে বসে
পদ্যে লিখি গৃহকোনায়
তুমিই আছ জগৎ জুড়ে—
সেটা কিন্তু মিথ্যে শোনায়।
ইচ্ছে করে কোনো মতেই
সান্ত্বনা আর মানব না রে---
এমন সময় নতুন আঁখি
তাকায় আমার গৃহদ্বারে,
চক্ষু মুছে দুয়ার খুলি
তারেই শুধু আপন জেনেই---
কখন তবে বিলাপ করি !
সময় যে নেই, সময় যে নেই ॥

অতিবাদ

আজ বসন্তে বিশ্বখাতায়
হিসেব নেইকো পুষ্পে পাতায়,
জগৎ যেন ঝোঁকের মাথায়
সকল কথাই বাড়িয়ে বলে ;
ভুলিয়ে দিয়ে সত্যি মিথ্যে,
ঘুলিয়ে দিয়ে নিত্যানিত্যে,
দু ধারে সব উদার চিত্তে
বিধিবিধান ছাড়িয়ে চলে।
আমারো দ্বার মুক্ত পেয়ে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনো মতেই
বলব নাকো সত্য কথা ॥

প্রিয়ার পুণ্যে হলেম রে আজ
একটা রাতের রাজ্যাধিরাজ,
ভাণ্ডারে আজ করছে বিরাজ
সকলপ্রকার অজস্রত্ব।

কেন রাখব কথার ওজন ?
কৃপণতায় কোন্ প্রয়োজন ?
ছুটুক বাণী যোজন যোজন
উড়িয়ে দিয়ে ষত্ব ণত্ব ।
চিত্তদুয়ার মুক্ত করে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনো মতেই
বলব নাকো সত্য কথা ॥

হে প্রেয়সী স্বর্গদূতী,
আমার যত কাব্যপুঁথি
তোমার পায়ে পড়ে স্তুতি,
তোমারি নাম বেড়ায় রটি ;
থাকো হৃদয়-পদ্মটিতে
এক দেবতা আমার চিতে—
চাই নে তোমায় খবর দিতে
আরো আছেন তিরিশ কোটি ।
চিত্তদুয়ার মুক্ত করে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনো মতেই
বলব নাকো সত্য কথা ॥

ত্রিভুবনে সবার বাড়া
একলা তুমি সুধার ধারা,
ঊষার ভালে একটি তারা,
এ জীবনে একটি আলো—
সন্ধ্যাতারা ছিলেন কে কে
সে-সব কথা যাব ঢেকে,
সময় বুঝে মানুষ দেখে
তুচ্ছ কথা ভোলাই ভালো।
চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখো
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনো মতেই
বলব নাকো সত্য কথা॥

সত্য থাকুন ধরিত্রীতে
শুষ্ক রুক্ষ ঋষির চিতে,
জ্যামিতি আর বীজগণিতে,
কারো ইথে আপত্তি নেই—
কিন্তু আমার প্রিয়ার কানে
এবং আমার কবির গানে,
পঞ্চশরের পুষ্পবাণে
মিথ্যে থাকুন রাত্রিদিনেই

চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনো মতেই
বলব নাকো সত্য কথা॥

ওগো সত্য বেঁটেখাটো,
বীণার তন্ত্রী যতই ছাঁটো,
কণ্ঠ আমার যতই আঁটো,
বলব তবু উচ্চস্বরে—
আমার প্রিয়ার মুগ্ধ দৃষ্টি
করছে ভুবন নূতন সৃষ্টি,
মুচকি হাসির সুধার বৃষ্টি
চলছে আজি জগৎ জুড়ে।
চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনো মতেই
বলব নাকো সত্য কথা॥

যদি বল আর বছরে
এই কথাটাই এমনি করে
বলেছিলি, কিন্তু ওরে
শুনেছিলেন আরেক জনে—

জেনো তবে, মূঢ়মত্ত,
আর বসন্তে সেটাই সত্য,
এবারও সেই প্রাচীন তত্ত্ব
ফুটল নূতন চোখের কোণে।
চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনো মতেই
বলব নাকো সত্য কথা।

আজ বসন্তে বকুল ফুলে
যে গান বায়ু বেড়ায় বুলে
কাল সকালে যাবে ভুলে—
কোথায় বাতাস, কোথায় সে ফুল!
হে সুন্দরী, তেমনি কবে
এ-সব কথা ভুলব যবে
মনে রেখো আমায় তবে,
ক্ষমা কোরো আমার সে ভুল।
চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনো মতেই
বলব নাকো সত্য কথা॥

যথাস্থান

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোন্‌খানে তোর স্থান।
পণ্ডিতেরা থাকেন যেথায়
বিদ্যেরত্নপাড়ায়—
নস্য উড়ে আকাশ জুড়ে,
কাহার সাধ্য দাঁড়ায়,
চলছে সেথায় সূক্ষ্ম তর্ক
সদাই দিবারাত্র
পাত্রাধার কি তৈল কিম্বা
তৈলাধার কি পাত্র—
পুঁথিপত্র মেলাই আছে
মোহধ্বান্তনাশন,
তারি মধ্যে একটি প্রান্তে
পেতে চাস কি আসন।
গান তা শুনি গুঞ্জরিয়া
গুঞ্জরিয়া কহে—
নহে নহে নহে॥

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোন্ দিকে তোর টান।
পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ-'পরে
আছেন ভাগ্যবন্ত,
মেহাগিনির মঞ্চ জুড়ি
পঞ্চ হাজার গ্রন্থ—
সোনার জলে দাগ পড়ে না,
খোলে না কেউ পাতা,
অ-স্বাদিত মধু যেমন
যূথী অনাঘ্রাতা।
ভৃত্য নিত্য ধুলা ঝাড়ে,
যত্ন পুরামাত্রা,
ওরে আমার ছন্দোময়ী
সেথায় করবি যাত্রা?
গান তা শুনি কর্ণমূলে
মর্মরিয়া কহে—
নহে নহে নহে॥

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি মান।

নবীন ছাত্র ঝুঁকে আছে
একজামিনের পড়ায়,
মনটা কিন্তু কোথা থেকে
কোন্ দিকে যে গড়ায়।
অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব
সামনে আছে খোলা,
কর্তৃজনের ভয়ে কাব্য
কুলুঙ্গিতে তোলা—
সেইখানেতে ছেঁড়াছড়া
এলোমেলোর মেলা,
তারি মধ্যে ওরে চপল
করবি কি তুই খেলা?
গান তা শুনে মৌনমুখে
রহে দ্বিধার ভরে—
যাব-যাব করে॥

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি ত্রাণ।
ভাণ্ডারেতে লক্ষ্মী বধূ
যেথায় আছে কাজে,

ঘরে ধায় সে ছুটি পায় সে
যখন মাঝে মাঝে,
বালিশতলে বইটি চাপা,
টানিয়া লয় তারে—
পাতাগুলিন ছেঁড়াখোঁড়া
শিশুর অত্যাচারে,
কাজল-আঁকা সিঁদুর-মাখা
চুলের-গন্ধে-ভরা
শয্যাপ্রান্তে ছিন্নবেশে
চাস কি যেতে ত্বরা !
বুকের 'পরে নিশ্বসিয়া
স্তব্ধ রহে গান—
লোভে কম্পমান ॥

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি প্রাণ।
যেথায় সুখে তরুণ-যুগল
পাগল হয়ে বেড়ায়,
আড়াল বুঝে আঁধার খুঁজে
সবার আঁখি এড়ায়,

পাখি তাদের শোনায় গীতি,
নদী শোনায় গাথা,
কত রকম ছন্দ শোনায়
পুষ্প লতা পাতা—
সেইখানেতে সরল হাসি
সজল চোখের কাছে
বিশ্ববাঁশির ধ্বনির মাঝে
যেতে কি সাধ আছে?
হঠাৎ উঠে উচ্ছ্বসিয়া
কহে আমার গান—
সেইখানে মোর স্থান॥

বোঝাপড়া

মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।
কেউ-বা তোমায় ভালোবাসে
কেউ-বা বাসতে পারে না যে,
কেউ বিকিয়ে আছে কেউ-বা
সিকি পয়সা ধারে না যে,
কতকটা সে স্বভাব তাদের
কতকটা বা তোমারো ভাই,
কতকটা এ ভবের গতিক—
সবার তরে নহে সবাই।
তোমায় কতক ফাঁকি দেবে
তুমিও কতক দেবে ফাঁকি,
তোমার ভোগে কতক পড়বে
পরের ভোগে থাকবে বাকি।
মান্ধাতারই আমল থেকে
চলে আসছে এমনি রকম—
তোমারি কি এমন ভাগ্য
বাঁচিয়ে যাবে সকল জখম।
মনেরে আজ কহ যে,

ভালো মন্দ যাহাই আস্থক
সত্যেরে লও সহজে ॥

অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বুঝি
এলে স্থখের বন্দরেতে,
জলের তলে পাহাড় ছিল
লাগল বুকের অন্দরেতে,
মুহূর্তেকে পাঁজরগুলো
উঠল কেঁপে আর্তরবে—
তাই নিয়ে কি সবার সঙ্গে
ঝগড়া করে মরতে হবে।
ভেসে থাকতে পার যদি
সেইটে সবার চেয়ে শ্রেয়,
না পার তো বিনা বাক্যে
টুপ করিয়া ডুবে যেয়ো।
এটা কিছু অপূর্ব নয়,
ঘটনা সামান্য খুবই—
শঙ্কা যেথায় করে না কেউ
সেইখানে হয় জাহাজডুবি।
মনেরে তাই কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আস্থক
সত্যেরে লও সহজে ॥

তোমার মাপে হয় নি সবাই
তুমিও হও নি সবার মাপে,
তুমি মর কারো ঠেলায়
কেউ-বা মরে তোমার চাপে—
তবু ভেবে দেখতে গেলে
এমনি কিসের টানাটানি,
তেমন করে হাত বাড়ালে
সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।
আকাশ তবু সুনীল থাকে,
মধুর ঠেকে ভোরের আলো—
মরণ এলে হঠাৎ দেখি
মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।
যাহার লাগি চক্ষু বুজে
বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর
তাহারে বাদ দিয়েও দেখি
বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।
মনেরে তাই কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে॥

নিজের ছায়া মস্ত করে
অস্তাচলে বসে বসে

আঁধার করে তোল যদি
জীবনখানা নিজের দোষে,
বিধির সঙ্গে বিবাদ করে
নিজের পায়েই কুড়ুল মারো,
দোহাই তবে এ কার্যটা
যত শীঘ্র পারো সারো।
খুব খানিকটে কেঁদেকেটে
অশ্রু ঢেলে ঘড়া-ঘড়া
মনের সঙ্গে এক রকমে
করে নে, ভাই, বোঝাপড়া।
তাহার পরে আঁধার ঘরে
প্রদীপখানি জ্বালিয়ে তোলো।
ভুলে যা, ভাই, কাহার সঙ্গে
কতটুকুন তফাত হল।
মনেরে তাই কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে॥

অচেনা

কেউ যে কারে চিনি নাকো
সেটা মস্ত বাঁচন।
তা না হলে নাচিয়ে দিত
বিষম তুর্কিনাচন।
বুকের মধ্যে মনটা থাকে,
মনের মধ্যে চিন্তা—
সেইখানেতেই নিজের ডিমে
সদাই তিনি দিন্ তা।
বাইরে যা পাই সমজে নেব
তারি আইন-কানুন,
অন্তরেতে যা আছে তা
অন্তর্যামীই জানুন।
চাই নে রে, মন চাই নে।
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই
যে হাসি আর যে কথাটাই,
যে কলা আর যে ছলনাই,
তাই নে রে মন, তাই নে।

বাইরে থাকুক মধুর মূর্তি,
　　স্নধামুখের হাস্য,
তরল চোখের সরল দৃষ্টি
　　করব না তার ভাষ্য।
বাহু যদি তেমন করে
　　জড়ায় বাহুবন্ধ
আমি ছুটি চক্ষু মুদে
　　রইব হয়ে অন্ধ—
কে যাবে, ভাই, মনের মধ্যে
　　মনের কথা ধরতে।
কীটের খোঁজে কে দেবে হাত
　　কেউটে সাপের গর্তে।
　　　　চাই নে রে, মন চাই নে।
　　　মুখের মধ্যে যেটুকু পাই
　　　যে হাসি আর যে কথাটাই,
　　　যে কলা আর যে ছলনাই,
　　　　তাই নে রে মন, তাই নে॥

মন নিয়ে কেউ বাঁচে নাকো,
　　মন ব'লে যা পায় রে
কোনো জন্মে মন সেটা নয়
　　জানে না কেউ হায় রে।

ওটা কেবল কথার কথা
মন কি কেহ চিনিস?
আছে কারো আপন হাতে
মন ব'লে এক জিনিস?
চলেন তিনি গোপন চালে,
স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছে।
কেই-বা তাঁরে দিচ্ছে এবং
কেই-বা তাঁরে নিচ্ছে।
চাই নে রে, মন চাই নে।
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই
যে হাসি আর যে কথাটাই,
যে কলা আর যে ছলনাই,
তাই নে রে মন, তাই্ নে॥

তথাপি

তুমি যদি আমায় ভালো না বাস
রাগ করি যে এমন আমার সাধ্য নাই।
এমন কথার দেব নাকো আভাসও,
আমারো মন তোমার পায়ে বাধ্য নাই।
নাইকো আমার কোনো গরব-গরিমা—
যেমন করেই কর আমায় বঞ্চিত,
তুমি না রও তোমার সোনার প্রতিমা
রবে আমার মনের মধ্যে সঞ্চিত।
কিন্তু তবু তুমিই থাকো, সমস্যা যাক ঘুচি!
স্মৃতির চেয়ে আসলটিতেই আমার অভিরুচি॥

দৈবে স্মৃতি হারিয়ে যাওয়া শক্ত নয়
সেটা কিন্তু ব'লে রাখাই সংগত।
তাহা ছাড়া যারা তোমার ভক্ত নয়
নিন্দা তারা করতে পারে অন্তত।
তাহা ছাড়া চিরদিন কি কষ্টে যায়,
আমারো এই অশ্রু হবে মার্জনা।

ভাগ্যে যদি একটি কেহ নষ্টে যায়
সান্ত্বনার্থে হয়তো পাব চারজনা।
কিন্তু তবু তুমিই থাকো, সমস্যা যাক ঘুচি।
চারের চেয়ে একের 'পরেই আমার অভিরুচি॥

কবির বয়স

ওরে কবি, সন্ধ্যা হয়ে এল,
কেশে তোমার ধরেছে যে পাক।
ব'সে ব'সে ঊর্ধ্বপানে চেয়ে
শুনতেছ কি পরকালের ডাক।
কবি কহে, 'সন্ধ্যা হল বটে,
শুনছি বসে লয়ে শ্রান্ত দেহ
এ পারে ওই পল্লী হতে যদি
আজো হঠাৎ ডাকে আমায় কেহ।
যদি হোথায় বকুল-বনচ্ছায়ে
মিলন ঘটে তরুণ-তরুণীতে,
দুটি আঁখির 'পরে দুইটি আঁখি
মিলিতে চায় দুরন্ত সংগীতে—
কে তাহাদের মনের কথা লয়ে
বীণার তারে তুলবে প্রতিধ্বনি
আমি যদি ভবের কূলে বসে
পরকালের ভালো-মন্দই গনি॥

"সন্ধ্যাতারা উঠে অস্তে গেল,
চিতা নিবে এল নদীর ধারে,
কৃষ্ণপক্ষে হলুদ-বর্ণ চাঁদ
দেখা দিল বনের একটি পারে।
শৃগাল-সভা ডাকে ঊর্ধ্বরবে
পোড়ো বাড়ির শূন্য আঙিনাতে—
এমন কালে কোনো গৃহত্যাগী
হেথায় যদি জাগতে আসে রাতে,
জোড়হস্তে ঊর্ধ্বে তুলি মাথা
চেয়ে দেখে সপ্ত ঋষির পানে,
প্রাণের কূলে আঘাত করে ধীরে
সুপ্তিসাগর শব্দবিহীন গানে—
ত্রিভুবনের গোপন কথাখানি
কে জাগিয়ে তুলবে তাহার মনে
আমি যদি আমার মুক্তি নিয়ে
যুক্তি করি আপন গৃহকোণে॥

"কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,
তাহার পানে নজর এত কেন।
পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক-বয়সী জেনো।

ওষ্ঠে কারো সরল সাদা হাসি

কারো হাসি আঁখির কোণে কোণে,

কারো অশ্রু উছলে পড়ে যায়

কারো অশ্রু শুকায় মনে মনে,

কেউ-বা থাকে ঘরের কোণে দোঁহে

জগৎ-মাঝে কেউ-বা হাঁকায় রথ,

কেউ-বা মরে একলা ঘরের শোকে

জনারণ্যে কেউ-বা হারায় পথ—

সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি,

কখন শুনি পরকালের ডাক।

সবার আমি সমান-বয়সী যে

চুলে আমার যত ধরুক পাক॥

বিদায়

তোমরা নিশি যাপন করো,
এখনো রাত রয়েছে ভাই—
আমায় কিন্তু বিদায় দেহো,
ঘুমতে যাই, ঘুমতে যাই !
মাথার দিব্য, উঠো না কেউ
আগ বাড়িয়ে দিতে আমায়—
চলছে যেমন চলুক তেমন,
হঠাৎ যেন গান না থামায়।
আমার যন্ত্রে একটি তন্ত্রী
একটু যেন বিকল বাজে,
মনের মধ্যে শুনছি যেটা
হাতে সেটা আসছে না যে।
একেবারে থামার আগে
সময় রেখে থামতে যে চাই—
আজকে কিছু শ্রান্ত আছি,
ঘুমতে যাই, ঘুমতে যাই॥

আঁধার-আলোয় সাদায় কালোয়
দিনটা ভালোই গেছে কাটি,
তাহার জন্যে কারো সঙ্গে
নাইকো কোনো ঝগড়াঝাঁটি।
মাঝে মাঝে ভেবেছিলুম,
একটু-আধটু এটা-ওটা
বদল যদি পারত হতে
থাকত নাকো কোনো খোঁটা—
বদল হলে তখন মনটা
হয়ে পড়ত ব্যতিব্যস্ত,
এখন যেমন আছে আমার
সেইটে আবার চেয়ে বসত।
তাই ভেবেছি দিনটা আমার
ভালোই গেছে, কিছু না চাই—
আজকে শুধু শ্রান্ত আছি,
ঘুমতে যাই, ঘুমতে যাই॥

অপটু

যতবার আজ গাঁথনু মালা
পড়ল খসে খসে—
কী জানি কার দোষে।
তুমি হোথায় চোখের কোণে
দেখছ বসে বসে।
চোখদুটিরে, প্রিয়ে,
শুধাও শপথ নিয়ে,
আঙুল আমার আকুল হল
কাহার দৃষ্টিদোষে॥

আজ যে বসে গান শোনাব
কথাই নাহি জোটে,
কণ্ঠ নাহি ফোটে।
মধুর হাসির খেলে তোমার
চতুর রাঙা ঠোঁটে।
কেন এমন ত্রুটি
বলুক আঁখি দুটি।
কেন আমার রুদ্ধ কণ্ঠে
কথাই নাহি ফোটে।

রেখে দিলাম মাল্য বীণা—
সন্ধ্যা হয়ে আসে।
ছুটি দাও এ দাসে।
সকল কথা বন্ধ করে
বসি পায়ের পাশে।
নীরব ওষ্ঠ দিয়ে
পারব যে কাজ, প্রিয়ে
এমন কোনো কর্ম দেহো
অকর্মণ্য দাসে॥

উৎসৃষ্ট

মিথ্যে তুমি গাঁথলে মালা
নবীন ফুলে,
ভেবেছ কি কণ্ঠে আমার
দেবে তুলে।
দাও তো ভালোই, কিন্তু জেনো
হে নির্মলে—
আমার মালা দিয়েছি, ভাই,
সবার গলে।
যে-কটা ফুল ছিল জমা
অর্ঘ্যে মম
উদ্দেশেতে সবায় দিনু—
নমো নমঃ॥

কেউ-বা তাঁরা আছেন কোথা
কেউ জানে না,
কারো-বা মুখ ঘোমটা-আড়ে
আধেক-চেনা।

কেউ-বা ছিলেন অতীত কালে

অবন্তীতে,

এখন তাঁরা আছেন শুধু

কবির গীতে।

সবার তনু সাজিয়ে মাল্যে

পরিচ্ছদে

কহেন বিধি 'তুভ্যমহং

সম্প্রদদে' ॥

হৃদয় নিয়ে আজ কি, প্রিয়ে,

হৃদয় দেবে।

হায় ললনা, সে প্রার্থনা

ব্যর্থ এবে।

কোথায় গেছে সেদিন আজি

যেদিন মম

তরুণকালে জীবন ছিল

মুকুলসম—

সকল শোভা, সকল মধু,

গন্ধ যত

বক্ষোমাঝে বদ্ধ ছিল

বন্দী-মতো ॥

আজ যে তাহা ছাড়িয়ে গেছে
অনেক দূরে—
অনেক দেশে, অনেক বেশে,
অনেক সুরে।
কুড়িয়ে তারে বাঁধতে পারে
একটিখানে
এমনতরো মোহন-মন্ত্র
কেই-বা জানে।
নিজের মন তো দেবার আশা
চুকেই গেছে,
পরের মনটি পাবার আশায়
রইনু বেঁচে॥

ভীরুতা

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
মনে মনে হাসবি কি না
বুঝব কেমন করে।
আপনি হেসে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই—
ঠাট্টা ক'রে ওড়াই, সখী,
নিজের কথাটাই।
হালকা তুমি কর পাছে
হালকা করি, ভাই,
আপন ব্যথাটাই॥

সত্য কথা সরলভাবে
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
অবিশ্বাসে হাসবি কি না
বুঝব কেমন করে।
মিথ্যা ছলে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই—
উল্টা করে বলি আমি
সহজ কথাটাই।
ব্যর্থ তুমি কর পাছে
ব্যর্থ করি, ভাই,
আপন ব্যথাটাই॥

সোহাগ-ভরা প্রাণের কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
সোহাগ ফিরে পাব কি না
বুঝব কেমন করে।
কঠিন কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই—
গর্বছলে দীর্ঘ করি
নিজের কথাটাই।

ব্যথা পাছে না পাও তুমি
লুকিয়ে রাখি তাই
নিজের ব্যথাটাই ॥

ইচ্ছা করে নীরব হয়ে
রহিব তোর কাছে,
সাহস নাহি পাই।
মুখের 'পরে বুকের কথা
উথলে ওঠে পাছে,
অনেক কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই—
কথার আড়ে আড়াল থাকে
মনের কথাটাই।
তোমায় ব্যথা লাগিয়ে শুধু
জাগিয়ে তুলি, ভাই,
আপন ব্যথাটাই ॥

ইচ্ছা করি সুদূরে যাই,
না আসি তোর কাছে—
সাহস নাহি পাই।
তোমার কাছে ভীরুতা মোর
প্রকাশ হয় রে পাছে,

কেবল এসে তাই
দেখা দিয়েই যাই—
স্পর্ধাতলে গোপন করি
মনের কথাটাই।
নিত্য তব নেত্রপাতে
জ্বালিয়ে রাখি, ভাই,
আপন ব্যথাটাই॥

পরামর্শ

সূর্য গেল অস্তপারে—
লাগল গ্রামের ঘাটে
আমার জীর্ণ তরী।
শেষ বসন্তের সন্ধ্যাহাওয়া
শস্যশূন্য মাঠে
উঠল হাহা করি।
আর কি হবে নূতন যাত্রা
নূতন রানীর দেশে
নূতন সাজে সেজে।
এবার যদি বাতাস উঠে
তুফান জাগে শেষে,
ফিরে আসবি নে যে॥

অনেক বার তো হাল ভেঙেছে,
পাল গিয়েছে ছিঁড়ে
ওরে দুঃসাহসী !
সিন্ধু-পানে গেছিস ভেসে
অকূল কালো নীরে
ছিন্ন-রশারশি।
এখন কি আর আছে সে বল।
বুকের তলা তোর
ভরে উঠছে জলে।
অশ্রু সেঁচে চলবি কত—
আপন ভারে ভোর
তলিয়ে যাবি তলে॥

এবার তবে ক্ষান্ত হ রে,
ওরে শ্রান্ত তরী !
রাখ্‌ রে আনাগোনা।
বর্ষশেষের বাঁশি বাজে
সন্ধ্যাগগন ভরি
ওই যেতেছে শোনা।
এবার ঘুমো কূলের কোলে
বটের ছায়াতলে
ঘাটের পাশে রহি ;

ঘটের ঘায়ে যেটুকু ঢেউ
উঠে তটের জলে
তারি আঘাত সহি ॥

ইচ্ছা যদি করিস তবে
এপার হতে পারে
যাস রে খেয়া বেয়ে।
আনবে বহি গ্রামের বোঝা
ক্ষুদ্র ভারে ভারে
পাড়ার ছেলে মেয়ে।
ও পারেতে ধানের খোলা,
এই পারেতে হাট,
মাঝে শীর্ণ নদী—
সন্ধ্যা সকাল করবি শুধু
এ-ঘাট ও-ঘাট
ইচ্ছা করিস যদি ॥

হায় রে মিছে প্রবোধ দেওয়া,
অবোধ তরী মম
আবার যাবে ভেসে।

কর্ণ ধ'রে বসেছে তার
যমদূতের সম
স্বভাব সর্বনেশে।
ঝড়ের নেশা ঢেউয়ের নেশা
ছাড়বে নাকো আর,
হায় রে মরণলুভী।
ঘাটে সে কি রইবে বাঁধা
অদৃষ্টে যাহার
আছে নৌকাডুবি॥

ক্ষতিপূরণ

তোমার তরে সবাই মোরে
করছে দোষী
হে প্রেয়সী !
বলছে— কবি তোমার ছবি
আঁকছে গানে,
প্রণয়-গীতি গাচ্ছে নিতি
তোমার কানে,
নেশায় মেতে ছন্দে গেঁথে
তুচ্ছ কথা
ঢাকছে শেষে বাংলাদেশে
উচ্চ কথা।
তোমার তরে সবাই মোরে
করছে দোষী
হে প্রেয়সী ॥

সে কলঙ্কে নিন্দাপঙ্কে
তিলক টানি
এলেম রানী !
ফেলুক মুছি হাস্যশুচি
তোমার লোচন

বিশ্বসুদ্ধ যতেক ক্রুদ্ধ
সমালোচন।
অনুরক্ত তব ভক্ত
নিন্দিতেরে
করো রক্ষে শীতল বক্ষে
বাহুর ঘেরে।
তাই কলঙ্কে নিন্দাপঙ্কে
তিলক টানি
এলেম রানী॥

আমি নাবব মহাকাব্য-
সংরচনে
ছিল মনে—
ঠেকল কখন্ তোমার কাঁকন-
কিংকিণীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।

আমি নাবব মহাকাব্য-
সংরচনে
ছিল মনে।

হায় রে কোথা যুদ্ধকথা
হৈল গত
স্বপ্নমত !
পুরাণচিত্র বীরচরিত্র
অষ্টসর্গ
কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড
নয়ন-খড়্গ।
রৈল মাত্র দিবারাত্র
প্রেমের প্রলাপ,
দিলেম ফেলে ভাবী-কেলে
কীর্তিকলাপ।
হায় রে কোথা যুদ্ধকথা
হৈল গত
স্বপ্নমত।

সে-সব ক্ষতি-পূরণ প্রতি
দৃষ্টি রাখি
হরিণ-আঁখি !

লোকের মনে সিংহাসনে
নাইকো দাবি,
তোমার মনোগৃহের কোনো
দাও তো চাবি।
মরার পরে চাই নে ওরে
অমর হতে,
অমর হব আঁখির তব
সুধার স্রোতে।
খ্যাতির ক্ষতি-পূরণ প্রতি
দৃষ্টি রাখি
হরিণ-আঁখি।

সেকাল

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে
দৈবে হতেম দশম রত্ন
নবরত্নের মালে—
একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে
রাজার কাছে নিতাম চেয়ে
উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে
কানন-ঘেরা বাড়ি।
রেবার তটে চাঁপার তলে
সভা বসত সন্ধ্যা হলে,
ক্রীড়াশৈলে আপন-মনে
দিতাম কণ্ঠ ছাড়ি।
জীবনতরী বহে যেত
মন্দাক্রান্তা তালে
আমি যদি জন্ম নিতাম
কালিদাসের কালে॥

চিন্তা দিতেম জলাঞ্জলি,
থাকত নাকো ত্বরা—
মৃদুপদে যেতেম, যেন
নাইকো মৃত্যু জরা।

ছটা ঋতু পূর্ণ ক'রে
ঘটত মিলন স্তরে স্তরে,
ছটা সর্গে বার্তা তাহার
রইত কাব্যে গাঁথা।
বিচ্ছেদও সুদীর্ঘ হত,
অশ্রুজলের নদীর মতো
মন্দগতি চলত রচি
দীর্ঘ করুণ গাথা।
আষাঢ় মাসে মেঘের মতন
মন্থরতায় ভরা
জীবনটাতে থাকত নাকো
কিছুমাত্র ত্বরা॥

অশোক-কুঞ্জ উঠত ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে,
বকুল হত ফুল্ল প্রিয়ার
মুখের মদিরাতে।
প্রিয়সখীর নামগুলি সব
ছন্দ ভরি করিত রব,
রেবার কূলে কলহংসের
কলধ্বনির মতো।

কোনো নামটি মন্দালিকা,
কোনো নামটি চিত্রলিখা,
মঞ্জুলিকা মঞ্জরিণী
ঝংকারিত কত।
আসত তারা কুঞ্জবনে
চৈত্রজ্যোৎস্নারাতে,
অশোক-শাখা উঠত ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে ॥

কুরুবকের পরত চূড়া
কালো কেশের মাঝে,
লীলাকমল রইত হাতে
কী জানি কোন্ কাজে।
অলক সাজত কুন্দফুলে,
শিরীষ পরত কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিত
নবনীপের মালা।
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধুঁয়া দিত কেশে,
লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু
মাখত মুখে বালা।

কালাগুরুর গুরু গন্ধ
লেগে থাকত সাজে,
কুরুবকের পরত মালা
কালো কেশের মাঝে॥

কুঙ্কুমেরই পত্রলেখায়
বক্ষ রইত ঢাকা,
আঁচলখানির প্রান্তটিতে
হংসমিথুন আঁকা।
বিরহেতে আষাঢ় মাসে
চেয়ে রইত বঁধুর আশে,
একটি করে পূজার পুষ্পে
দিন গনিত ব'সে।
বক্ষে তুলি বীণাখানি
গান গাহিতে ভুলত বাণী,
রুক্ষ অলক অশ্রুচোখে
পড়ত খ'সে খ'সে।
মিলন-রাতে বাজত পায়ে
নূপুরদুটি বাঁকা;
কুঙ্কুমেরই পত্রলেখায়
বক্ষ রইত ঢাকা॥

প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত
সাধের শারিকারে,
নাচিয়ে নিত ময়ূরটিরে
কঙ্কণঝংকারে।
কপোতটিরে লয়ে বুকে
সোহাগ করত মুখে মুখে,
সারসীরে খাইয়ে দিত
পদ্মকোরক বহি।
অলক নেড়ে দুলিয়ে বেণী
কথা কইত শৌরসেনী,
বলত সখীর গলা ধরে—
হলা পিয় সহি!
জল সেচিত আলবালে
তরুণ সহকারে,
প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত
সাধের শারিকারে॥

নবরত্নের সভার মাঝে
রইতাম একটি টেরে,
দূর হইতে গড় করিতাম
দিঙ্‌নাগাচার্যেরে।

আশা করি নামটা হত
ওরই মধ্যে ভদ্রমত—
বিশ্বসেন কি দেবদত্ত
কিম্বা বসুভূতি।
স্রগ্ধরা কি মালিনীতে
বিম্বাধরের স্তুতিগীতে
দিতাম রচি দুটি-চারটি
ছোটোখাটো পুঁথি।
ঘরে যেতাম তাড়াতাড়ি
শ্লোক-রচনা সেরে ;
নবরত্নের সভার মাঝে
রইতাম একটি টেরে॥

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে
বন্দী হতেম না জানি কোন্
মালবিকার জালে।
কোন্ বসন্ত-মহোৎসবে
বেণুবীণার কলরবে
মঞ্জরিত কুঞ্জবনের
গোপন অন্তরালে

কোন্ ফাগুনের শুক্লনিশায়
যৌবনেরই নবীন নেশায়
চকিতে কার দেখা পেতেম
রাজার চিত্রশালে।
ছল ক'রে তার বাধত আঁচল
সহকারের ডালে—
আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে॥

হায় রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল!
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে
লয়ে তারিখ সাল।
হারিয়ে গেছে সে-সব অব্দ,
ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ—
গেছে যদি আপদ গেছে,
মিথ্যা কোলাহল।
হায় রে গেল সঙ্গে তারি
সেদিনের সেই পৌরনারী
নিপুণিকা চতুরিকা
মালবিকার দল।

কোন্ স্বরগে নিয়ে গেল
বরমাল্যের থাল !
হায় রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল ॥

যাদের সঙ্গে হয় নি মিলন
সে-সব বরাঙ্গনা
বিচ্ছেদেরই দুঃখে আমায়
করছে অন্যমনা।
তবু মনে প্রবোধ আছে—
তেমনি বকুল ফোটে গাছে
যদিও সে পায় না নারীর
মুখমদের ছিটা।
ফাগুন মাসে অশোক-ছায়ে
অলস প্রাণে শিথিল গায়ে
দখিন হতে বাতাসটুকু
তেমনি লাগে মিঠা।
অনেক দিকেই যায় যে পাওয়া
অনেকটা সান্ত্বনা,
যদিও রে নাইকো কোথাও
সে-সব বরাঙ্গনা ॥

এখন যাঁরা বর্তমানে
আছেন মর্তলোকে
মন্দ তারা লাগত না কেউ
কালিদাসের চোখে।
পরেন বটে জুতা মোজা,
চলেন বটে সোজা সোজা,
বলেন বটে কথাবার্তা
অন্যদেশীর চালে—
তবু দেখো সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য,
যেমনটি ঠিক দেখা যেত
কালিদাসের কালে।
মরব না, ভাই, নিপুণিকা-
চতুরিকার শোকে—
তাঁরা সবাই অন্য নামে
আছেন মর্তলোকে

আপাতত এই আনন্দে
গর্বে বেড়াই নেচে—
কালিদাস তো নামেই আছেন,
আমি আছি বেঁচে।

তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ
আমি তো পাই মৃদুমন্দ,
আমার কালের কণামাত্র
পান নি মহাকবি।
বিদুষী এই আছেন যিনি
আমার কালের বিনোদিনী
মহাকবির কল্পনাতে
ছিল না তাঁর ছবি।
প্রিয়ে, তোমার তরুণ আঁখির
প্রসাদ যেচে যেচে
কালিদাসকে হারিয়ে দিয়ে
গর্বে বেড়াই নেচে॥

প্রতিজ্ঞা

আমি হব না তাপস, হব না, হব না,
যেমনি বলুন যিনি।
আমি হব না তাপস, নিশ্চয়, যদি
না মেলে তপস্বিনী।
আমি করেছি কঠিন পণ
যদি না মিলে বকুল-বন,
যদি মনের মতন মন
না পাই জিনি,
তবে হব না তাপস, হব না, যদি না
পাই সে তপস্বিনী॥

আমি ত্যজিব না ঘর, হব না বাহির
উদাসীন সন্ন্যাসী,
যদি ঘরের বাহিরে না হাসে কেহই
ভুবন-ভুলানো হাসি।

যদি না উড়ে নীলাঞ্চল
মধুর বাতাসে বিচঞ্চল
যদি না বাজে কাঁকন-মল
  রিনিকঝিনি,
আমি হব না তাপস, হব না, যদি না
  পাই গো তপস্বিনী ॥

আমি হব না তাপস, তোমার শপথ,
  যদি সে তপের বলে
কোনো নূতন ভুবন না পারি গড়িতে
  নূতন হৃদয়তলে।
যদি জাগায়ে বীণার তার
কারো টুটিয়া মরমদ্বার
কোনো নূতন আঁখির ঠার
  না লই চিনি,
আমি হব না তাপস, হব না, হব না,
  না পেলে তপস্বিনী ॥

পথে

গাঁয়ের পথে চলেছিলেম
অকারণে—
বাতাস বহে বিকালবেলা
বেণুবনে।
ছায়া তখন আলোর ফাঁকে
লতার মতো জড়িয়ে থাকে,
একা একা কোকিল ডাকে
নিজমনে।
আমি কোথায় চলেছিলেম
অকারণে॥

জলের ধারে কুটিরখানি
পাতা-ঢাকা,
দ্বারের 'পরে নুয়ে পড়ে
নিম্বশাখা।
ওই যে শুনি মাঝে মাঝে
না জানি কোন্ নিত্যকাজে

কোথায় ছুটি কাঁকন বাজে
গৃহকোণে।
যেতে যেতে এলেম হেথা
অকারণে॥

দিঘির জলে ঝলক ঝলে
মানিক-হীরা,
সর্ষেখেতে উঠছে মেতে
মৌমাছিরা।
এ পথ গেছে কত গাঁয়ে
কত গাছের ছায়ে ছায়ে
কত মাঠের গায়ে গায়ে
কত বনে।
আমি শুধু হেথায় এলেম
অকারণে॥

আরেক দিন সে ফাগুন মাসে
বহু আগে
চলেছিলেম এই পথে, সেই
মনে জাগে।
আমের বোলের গন্ধে অবশ
বাতাস ছিল উদাস অলস,

ঘাটের শানে বাজছে কলস
ক্ষণে ক্ষণে।
সে-সব কথা ভাবছি বসে
অকারণে॥

দীর্ঘ হয়ে পড়ছে পথে
বাঁকা ছায়া,
গোষ্ঠঘরে ফিরছে ধেনু
শ্রান্তকায়া।
গোধূলিতে খেতের 'পরে
ধূসর আলো ধূ ধূ করে,
বসে আছে খেয়ার তরে
পান্থজনে।
আবার ধীরে চলছি ফিরে
অকারণে॥

জন্মান্তর

আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি
সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাই না হতে নববঙ্গে
নবযুগের চালক।
আমি নাই-বা গেলেম বিলাত,
নাই-বা পেলেম রাজার খিলাত,
যদি পরজন্মে পাই রে হতে
ব্রজের রাখাল-বালক—
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে
সুসভ্যতার আলোক॥

যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশীবটের তলে,
যারা গুঞ্জা ফুলের মালা গেঁথে
পরে পরায় গলে,
যারা বৃন্দাবনের বনে
সদাই শ্যামের বাঁশি শোনে,
যারা যমুনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে
শীতল কালো জলে—
যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশীবটের তলে ॥

ওরে বিহান হল, জাগো রে ভাই—
ডাকে পরস্পরে।
ওরে ওই-যে দধি-মন্থ-ধ্বনি
উঠল ঘরে ঘরে।
হেরো মাঠের পথে ধেনু
চলে উড়িয়ে গোখুর-রেণু,
হেরো আঙিনাতে ব্রজের বধূ
দুগ্ধ দোহন করে।
ওরে বিহান হল, জাগো রে ভাই—
ডাকে পরস্পরে ॥

ওরে শাঙন-মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল-মূলে,
ওরে এপার ওপার আঁধার হল
কালিন্দীরই কূলে।
ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে
কাঁপে খেয়াতরীর 'পরে,
হেরো কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর
কলাপখানি তুলে।
ওরে শাঙন-মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল-মূলে॥

মোরা নবনবীন ফাগুন-রাতে
নীলনদীর তীরে
কোথা যাব চলি অশোক-বনে,
শিখিপুচ্ছ শিরে।
যবে দোলার ফুলরশি
দিবে নীপশাখায় কষি,
যবে দখিন-বায়ে বাঁশির ধ্বনি
উঠবে আকাশ ঘিরে,
মোরা রাখাল মিলে করব মেলা
নীলনদীর তীরে॥

আমি　　　হব না, ভাই, নববঙ্গে
　　　　　　নবযুগের চালক,
আমি　　　জ্বালাব না আঁধার দেশে
　　　　　　সুসভ্যতার আলোক—
যদি　　　ননি-ছানার গাঁয়ে
কোথাও　　অশোক-নীপের ছায়ে
আমি　　　কোনো জন্মে পারি হতে
　　　　　　ব্রজের গোপবালক
তবে　　　চাই না হতে নববঙ্গে
　　　　　　নবযুগের চালক॥

কর্মফল

পরজন্ম সত্য হলে
কী ঘটে মোর সেটা জানি।
আবার আমায় টানবে ধরে
বাংলাদেশের এ রাজধানী।
গদ্যপদ্য লিখনু ফেঁদে,
তারাই আমায় আনবে বেঁধে,
অনেক লেখায় অনেক পাতক—
সে মহাপাপ করব মোচন।
আমায় হয়তো করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন॥

ততদিনে দৈবে যদি
পক্ষপাতী পাঠক থাকে
কর্ণ হবে রক্তবর্ণ
এমনি কটু বলব তাকে।

যে বইখানি পড়বে হাতে
দগ্ধ করব পাতে পাতে,
আমার ভাগ্যে হব আমি
দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন।
আমায় হয়তো করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন॥

বলব, এ-সব কী পুরাতন!
আগাগোড়া ঠেকছে চুরি—
মনে হচ্ছে আমিও এমন
লিখতে পারি ঝুড়ি ঝুড়ি।
আরো যে-সব লিখব কথা
ভাবতে মনে বাজছে ব্যথা
পরজন্মের নিষ্ঠুরতায়
এ জন্মে হয় অনুশোচন।
আমায় হয়তো করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন॥

তোমরা, যাঁদের বাক্য হয় না
আমার পক্ষে মুখরোচক,
তোমরা যদ্দি পুনর্জন্মে
হও পুনর্বার সমালোচক—

আমি আমায় পাড়ব গালি,
তোমরা তখন ভাববে খালি
কলম কষে বসে বসে
প্রতিবাদের প্রতি বচন।
আমায় হয়তো করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন॥

লিখব ইনি কবিসভায়
হংসমধ্যে বকো যথা।
তুমি লিখবে— কোন্ পাষণ্ড
বলে এমন মিথ্যা কথা!
আমি তোমায় বলব— মূঢ়,
তুমি আমায় বলবে রূঢ়,
তার পরে যা লেখালেখি
হবে না সে রুচিরোচন।
তুমি লিখবে কড়া জবাব,
আমি কড়া সমালোচন॥

৫ আষাঢ়

কবি

আমি যে বেশ সুখে আছি,
অন্তত নই দুঃখে কৃশ—
সে কথাটা পদ্যে লিখতে
লাগে একটু বিসদৃশ।

সেই কারণে গভীর ভাবে
খুঁজে খুঁজে গভীর চিতে
বেরিয়ে পড়ে গভীর ব্যথা
স্মৃতি কিম্বা বিস্মৃতিতে।

কিন্তু সেটা এত সুদূর,
এতই সেটা অধিক গভীর,
আছে কি না আছে তাহার
প্রমাণ দিতে হয় না কবির।

মুখের হাসি থাকে মুখে,
দেহের পুষ্টি পোষে দেহ,
প্রাণের ব্যথা কোথায় থাকে
জানে না সেই খবর কেহ।

কাব্য প'ড়ে যেমন ভাবো
কবি তেমন নয় গো।
আঁধার করে রাখে নি মুখ,
দিবারাত্র ভাঙছে না বুক,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
হাস্যমুখেই বয় গো॥

ভালোবাসে ভদ্রসভায়
ভদ্র পোশাক পরতে অঙ্গে,
ভালোবাসে ফুল্লমুখে
কইতে কথা লোকের সঙ্গে।
বন্ধু যখন ঠাট্টা করে;
মরে না সে অর্থ খুঁজে,
ঠিক যে কোথায় হাসতে হবে
একেক সময় দিব্যি বুঝে।
সামনে যখন অন্ন থাকে
থাকে না সে অন্যমনে,
সঙ্গীদলের সাড়া পেলে
রয় না বসে ঘরের কোণে।
বন্ধুরা কয়, লোকটা রসিক—
কয় কি তারা মিথ্যামিথ্যি।

শত্রুরা কয়, লোকটা হালকা—
কিছু কি তার নাইকো ভিত্তি।
কাব্য দেখে যেমন ভাবো
কবি তেমন নয় গো।
চাঁদের পানে চক্ষু তুলে
রয় না পড়ে নদীর কূলে,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
মনের সুখেই বয় গো॥

'সুখে আছি' লিখতে গেলে
লোকে বলে— প্রাণটা ক্ষুদ্র!
আশাটা এর নয়কো বিরাট,
পিপাসা এর নয়কো রুদ্র।
পাঠক-দলে তুচ্ছ করে,
অনেক কথা বলে কঠোর।
বলে একটু হেসে খেলেই
ভরে যায় এর মনের জঠর।
কবিরে তাই ছন্দে বন্ধে
বানাতে হয় দুখের দলিল।
মিথ্যা যদি হয় সে, তবু
ফেলো পাঠক চোখের সলিল।

তাহার পরে আশিস কোরো
রুদ্ধকণ্ঠে ক্ষুব্ধবুকে,
কবি যেন আজন্মকাল
দুখের কাব্য লেখেন সুখে।
কাব্য যেমন কবি যেন
তেমন নাহি হয় গো।
বুদ্ধি যেন একটু থাকে,
স্নানাহারের নিয়ম রাখে—
সহজ লোকের মতোই যেন
সরল গদ্য কয় গো॥

৬ আষাঢ়

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

কোন্ বাণিজ্যে নিবাস তোমার
কহো আমায়, ধনী,
তাহা হলে সেই বাণিজ্যের
করব মহাজনি।
দুয়ার জুড়ে কাঙাল-বেশে
ছায়ার মতো চরণ-দেশে
কঠিন তব নূপুর ঘেঁষে
আর বসে না রইব।
এটা আমি স্থির বুঝেছি
ভিক্ষা নৈব নৈব।
যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।

তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই ॥

সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি,
বসিয়ে হাজার দাঁড়ি,
কোন্ নগরে যাব দিয়ে
কোন্ সাগরে পাড়ি।
কোন্ তারকা লক্ষ্য করি
কূল-কিনারা পরিহরি
কোন্ দিকে যে বাইব তরী
অকূল কালো নীরে।
মরব না আর ব্যর্থ আশায়
বালুমরুর তীরে।
যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই ॥

সাগর উঠে তরঙ্গিয়া,
বাতাস বহে বেগে,
সূর্য যেথায় অস্তে নামে
ঝিলিক মারে মেঘে।

দক্ষিণে চাই, উত্তরে চাই—
ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই—
যদি কোথাও কূল নাহি পাই
তল পাব তো তবু।
ভিটার কোণে হতাশ মনে
রইব না আর কভু।
যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই ॥

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর-বিহঙ্গেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে
বইছে নগনদী।
সোনার রেণু আনব ভরি
সেথায় নামি যদি।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই॥

অকূল-মাঝে ভাসিয়ে তরী
যাচ্ছি অজানায়।
আমি শুধু একলা নেয়ে
আমার শূন্য নায়।
নব নব পবনভরে
যাব দ্বীপে দীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ করে
অপূর্ব ধন যত।
ভিখারি তোর ফিরবে যখন
ফিরবে রাজার মতো।
যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই॥

বিদায়রীতি

হায় গো রানী, বিদায়-বাণী
এমনি ক'রে শোনে!
ছিছি, ওই-যে হাসিখানি
কাঁপছে আঁখিকোণে!
এতই বারে বারে কি রে
মিথ্যা বিদায় নিয়েছি রে,
ভাবছ তুমি মনে মনে
এ লোকটি নয় যাবার—
দ্বারের কাছে ঘুরে ঘুরে
ফিরে আসবে আবার॥

আমায় যদি শুধাও তবে
সত্য ক'রেই বলি,
আমারও সেই সন্দেহ হয়
ফিরে আসব চলি।
বসন্তদিন আবার আসে,
পূর্ণিমারাত আবার হাসে,
বকুল ফোটে রিক্ত শাখায়—
এরাও তো নয় যাবার,
সহস্রবার বিদায় নিয়ে
এরাও ফেরে আবার॥

একটুখানি মোহ তবু
মনের মধ্যে রাখো,
মিথ্যেটারে একেবারেই
জবাব দিয়ো নাকো।
ভ্রমক্রমে ক্ষণেক-তরে
এনো গো জল আঁখির 'পরে
আকুল স্বরে যখন কব—
'সময় হল যাবার'।
তখন নাহয় হেসো যখন
ফিরে আসব আবার॥

নষ্ট স্বপ্ন

কালকে রাতে মেঘের গরজনে
রিমিঝিমি বাদল-বরিষনে
ভাবতেছিলাম একা একা—
স্বপ্ন যদি যায় রে দেখা
আসে যেন তাহার মূর্তি ধ'রে
বাদলা রাতে আধেক ঘুমঘোরে॥

মাঠে মাঠে বাতাস ফিরে মাতি।
বৃথা স্বপ্নে কাটল সারারাতি।
হায় রে, সত্য কঠিন ভারী,
ইচ্ছামত গড়তে নারি—
স্বপ্ন সেও চলে আপন মতে।
আমি চলি আমার শূন্য পথে॥

কালকে ছিল এমন ঘন রাত,
আকুল ধারে এমন বারিপাত—
মিথ্যা যদি মধুররূপে
আসত কাছে চুপে চুপে
তাহা হলে কাহার হত ক্ষতি!
স্বপ্ন যদি ধরত সে মুরতি!

একটিমাত্র

গিরিনদী বালির মধ্যে
যাচ্ছে বেঁকে বেঁকে
একটি ধারে স্বচ্ছ ধারায়
শীর্ণ রেখা এঁকে।
মরু-পাহাড়-দেশে
শুষ্ক বনের শেষে
ফিরেছিলেম দুই প্রহরে
দগ্ধ চরণতল—
বনের মধ্যে পেয়েছিলেম
একটি আঙুর ফল॥

রৌদ্র তখন মাথার 'পরে,
পায়ের তলায় মাটি
জলের তরে কেঁদে মরে
তৃষায় ফাটি ফাটি।
পাছে ক্ষুধার ভরে
তুলি মুখের 'পরে

আকুল ঘ্রাণে নিই নি তাহার
শীতল পরিমল।
রেখেছিলেম লুকিয়ে আমার
একটি আঙুর ফল॥

বেলা যখন পড়ে এল,
রৌদ্র হল রাঙা,
নিশ্বাসিয়া উঠল হুহু
ধু ধু বালুর ডাঙা।
থাকতে দিনের আলো
ঘরে ফেরাই ভালো—
তখন খুলে দেখনু চেয়ে
চক্ষে লয়ে জল
মুঠির মাঝে শুকিয়ে আছে
একটি আঙুর ফল॥

সোজাসুজি

হৃদয়-পানে হৃদয় টানে,
নয়ন-পানে নয়ন ছোটে,
দুটি প্রাণীর কাহিনীটা
এইটুকু বই নয়কো মোটে ।
শুক্লসন্ধ্যা চৈত্রমাসে
হেনার গন্ধ হাওয়ায় ভাসে—
আমার বাঁশি লুটায় ভূমে,
তোমার কোলে ফুলের পুঁজি ।
তোমার আমার এই-যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজাসুজি ॥

বসন্তীরঙ বসনখানি
নেশার মতো চক্ষে ধরে,
তোমার গাঁথা যূথীর মালা
স্তুতির মতো বক্ষে পড়ে ।
একটু দেওয়া একটু রাখা,
একটু প্রকাশ একটু ঢাকা,

একটু হাসি একটু শরম—
দুজনের এই বোঝাবুঝি।
তোমার আমার এই-যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজাসুজি॥

মধুমাসের মিলন-মাঝে
মহান্ কোনো রহস্য নেই,
অসীম কোনো অবোধ কথা
যায় না বেধে মনে-মনেই।
আমাদের এই সুখের পিছু
ছায়ার মতো নাইকো কিছু,
দোঁহার মুখে দোঁহে চেয়ে
নাই হৃদয়ের খোঁজাখুঁজি।
মধুমাসে মোদের মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি॥

ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে
খুঁজি নে, ভাই, ভাষাতীত—
আকাশ-পানে বাহু তুলে
চাহি নে, ভাই, আশাতীত।
যেটুকু দিই, যেটুকু পাই,
তাহার বেশি আর কিছু নাই—

সুখের বক্ষ চেপে ধরে

করি নে কেউ যোঝাযুঝি।

মধুমাসে মোদের মিলন

নিতান্তই এ সোজাসুজি ॥

শুনেছিনু প্রেমের পাথার

নাইকো তাহার কোনো দিশা,

শুনেছিনু প্রেমের মধ্যে,

অসীম ক্ষুধা অসীম তৃষা,

বীণার তন্ত্রী কঠিন টানে

ছিঁড়ে পড়ে প্রেমের তানে—

শুনেছিনু প্রেমের কুঞ্জে

অনেক বাঁকা গলিঘুঁজি।

আমাদের এই দোঁহার মিলন

নিতান্তই এ সোজাসুজি ॥

অসাবধান

আমায় যদি মনটি দেবে
　　দিয়ো, দিয়ো মন।
মনের মধ্যে ভাব্‌না কিন্তু
　　রেখো সারাক্ষণ।

খোলা আমার দুয়ারখানা,
　　ভোলা আমার প্রাণ,
কখন যে কার আনাগোনা—
　　নইকো সাবধান।

পথের ধারে বাড়ি আমার,
　　থাকি গানের ঝোঁকে—
বিদেশী সব পথিক এসে
　　যেথা-সেথাই ঢোকে।

ভাঙে কতক হারায় কতক
　　যা আছে মোর দামি,
এমনি ক'রে একে একে
　　সর্বস্বান্ত আমি।

আমায় যদি মনটি দেবে
　　দিয়ো, দিয়ো মন।
মনের মধ্যে ভাব্‌না কিন্তু
　　রেখো সারাক্ষণ।

আমায় যদি মনটি দেবে
নিষেধ তাহে নাই,
কিছুর তরে আমায় কিন্তু
কোরো না কেউ দায়ী।
ভুলে যদি শপথ ক'রে
বলি কিছু কবে,
সেটা পালন না করি তো
মাপ করিতেই হবে!
ফাগুন মাসে পূর্ণিমাতে
যে নিয়মটা চলে,
রাগ কোরো না চৈত্র মাসে
সেটা ভঙ্গ হলে।
কোনোদিন-বা পূজার সাজি
কুসুমে হয় ভরা,
কোনোদিন-বা শূন্য থাকে—
মিথ্যা সে দোষ ধরা।
আমায় যদি মনটি দেবে
নিষেধ তাহে নাই,
কিছুর তরে আমায় কিন্তু
কোরো না কেউ দায়ী॥

আমায় যদি মনটি দেবে
রাখিয়া যাও তবে,
দিয়েছ যে সেটা কিন্তু
ভুলে থাকতে হবে।
দুটি চক্ষে বাজবে তোমার
নবরাগের বাঁশি,
কণ্ঠে তোমার উচ্ছ্বসিয়া
উঠবে হাসিরাশি।
প্রশ্ন যদি শুধাও কভু
মুখটি রাখি বুকে,
মিথ্যা কোনো জবাব পেলে
হেসো সকৌতুকে।
যে দুয়ারটা বন্ধ থাকে
বন্ধ থাকতে দিয়ো,
আপনি যাহা এসে পড়ে
তাহাই হেসে নিয়ো।
আমায় যদি মনটি দেবে
রাখিয়া যাও তবে,
দিয়েছ যে সেটা কিন্তু
ভুলে থাকতে হবে॥

স্বল্পশেষ

অধিক কিছু নেই গো কিছু নেই,
কিছু নেই।
যা আছে তা এই গো শুধু এই,
শুধু এই।
যা ছিল তা শেষ করেছি
একটি বসন্তেই।
আজ যা কিছু বাকি আছে
সামান্য এই দান—
তাই নিয়ে কি রচি দিব
একটি ছোটো গান।
একটি ছোটো মালা তোমার
হাতের হবে বালা,
একটি ছোটো ফুল তোমার
কানের হবে দুল—
একটি তরুতলায় ব'সে
একটি ছোটো খেলায়
হারিয়ে দিয়ে যাবে মোরে
একটি সন্ধেবেলায়॥

অধিক কিঁছু নেই গো কিছু নেই,
কিছু নেই।
যা আছে তা এই গো শুধু এই,
শুধু এই।
ঘাটে আমি একলা বসে রই,
ওগো আয়,
বর্ষানদী পার হবি কি ওই—
হায় গো হায়,
অকূল-মাঝে ভাসবি কে গো
ভেলার ভরসায়।
আমার তরীখান
সইবে না তুফান,
তবু যদি লীলাভরে
চরণ কর দান
শান্ত তীরে তীরে তোমায়
বাইব ধীরে ধীরে,
একটি কুমুদ তুলে তোমার
পরিয়ে দেব চুলে—
ভেসে ভেসে শুনবে বসে
কত কোকিল ডাকে
কূলে কূলে কুঞ্জবনে
নীপের শাখে শাখে।

ক্ষুদ্র আমার তরীখানি—
সত্য করি কই,
হায় গো পথিক হায়,
তোমায় নিয়ে একলা নায়ে
পার হব না ওই
আকুল যমুনায়॥

কূলে

আমাদের এই নদীর কূলে

নাইকো স্নানের ঘাট

ধূ-ধূ করে মাঠ।

ভাঙা পাড়ির গায়ে শুধু

শালিখ লাখে লাখে

খোপের মধ্যে থাকে।

সকালবেলা অরুণ-আলো

পড়ে জলের 'পরে,

নৌকা চলে দু-একখানি

অলস বায়ু-ভরে।

আঘাটাতে বসে রইলে,

বেলা যাচ্ছে বয়ে—

দাও গো মোরে ক'য়ে

ভাঙন-ধরা কূলে তোমার

আর কিছু কি চাই।

সে কহিল, ভাই,

না—ই, না—ই, নাই গো আমার

কিছুতে কাজ নাই।

আমাদের এ নদীর কূলে
ভাঙা পাড়ির তল,
ধেনু খায় না জল।
দূরগ্রামের দু-একটি ছাগ
বেড়ায় চরি চরি
সারাদিবস ধরি।
জলের 'পরে বেঁকে-পড়া
খেজুর-শাখা হতে
ক্ষণে ক্ষণে মাছরাঙাটি
ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতে।
ঘাসের 'পরে অশথতলে
যাচ্ছে বেলা বয়ে—
দাও আমারে ক'য়ে
আজকে এমন বিজন প্রাতে
আর কারে কি চাই।
সে কহিল, [illegible],
না—ই, না—ই, নাই গো আমার
কারেও কাজ নাই॥

যাত্রী

আছে, আছে স্থান।
একা তুমি, তোমার শুধু
একটি আঁটি ধান।
নাহয় হবে ঘেঁষাঘেঁষি,
এমন কিছু নয় সে বেশি,
নাহয় কিছু ভারী হবে
আমার তরীখান—
তাই বলে কি ফিরবে তুমি!!
আছে, আছে স্থান॥

এসো, এসো নায়ে।
ধুলা যদি থাকে কিছু
থাক্-না ধুলা পায়ে।
তনু তোমার তনুলতা,
চোখের কোণে চঞ্চলতা,
সজলনীল-জলদ-বরন
বসনখানি গায়ে—
তোমার তরে হবে গো ঠাঁই,
এসো এসো নায়ে॥

যাত্রী আছে নানা।
নানা ঘাটে যাবে তারা,
কেউ কারো নয় জানা।
তুমিও গো ক্ষণেক-তরে
বসবে আমার তরী-'পরে,
যাত্রা যখন ফুরিয়ে যাবে
মানবে না মোর মানা—
এলে যদি তুমিও এসো,
যাত্রী আছে নানা॥

কোথা তোমার স্থান?
কোন্ গোলাতে রাখতে যাবে
একটি আঁটি ধান?
বলতে যদি না চাও, তবে
শুনে আমার কী ফল হবে,
ভাবব বসে খেয়া যখন
করব অবসান—
কোন্ পাড়াতে যাবে তুমি,
কোথা তোমার স্থান॥

এক গাঁয়ে

আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি
সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ।
তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখি
তাহার গানে আমার নাচে বুক।
তাহার দুটি পালন-করা ভেড়া
চরে বেড়ায় মোদের বটমূলে,
যদি ভাঙে আমার খেতের বেড়া
কোলের 'পরে নিই তাহারে তুলে।
আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে—
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা॥

দুইটি পাড়ায় বড়োই কাছাকাছি,
মাঝে শুধু একটি মাঠের ফাঁক।
তাদের বনের অনেক মধুমাছি
মোদের বনে বাঁধে মধুর চাক।

তাদের ঘাটে পূজার জবামালা
ভেসে আসে মোদের বাঁধাঘাটে,
তাদের পাড়ার কুসুম-ফুলের ডালা
বেচতে আসে মোদের পাড়ার হাটে।
আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে—
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা॥

আমাদের এই গ্রামের গলি-'পরে
আমের বোলে ভরে আমের বন।
তাদের খেতে যখন তিসি ধরে
মোদের খেতে তখন ফোটে শণ।
তাদের ছাদে যখন ওঠে তারা
আমার ছাদে দখিন হাওয়া ছোটে।
তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ-ধারা,
আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।
আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে—
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা॥

দুই তীরে

আমি ভালোবাসি আমার
নদীর বালুচর
শরৎকালে যে নির্জনে
চখাচখির ঘর।
যেথায় ফুটে কাশ
তটের চারি পাশ,
শীতের দিনে বিদেশী সব
হাঁসের বসবাস।
কচ্ছপেরা ধীরে
রৌদ্র পোহায় তীরে,
দু-একখানি জেলের ডিঙি
সন্ধেবেলায় ভিড়ে।
আমি ভালোবাসি আমার
নদীর বালুচর
শরৎকালে যে নির্জনে
চখাচখির ঘর॥

তুমি ভালোবাস তোমার
ওই ও পারের বন
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।
যেথায় বাঁকা গলি
নদীতে যায় চলি,
দুই ধারে তার বেণুবনের
শাখায় গলাগলি।
সকাল-সন্ধে-বেলা
ঘাটে বধূর মেলা,
ছেলের দলে ঘাটের জলে
ভাসে ভাসায় ভেলা।
তুমি ভালোবাস তোমার
ওই ও পারের বন
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন॥

তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী,
দুই তটেরে একই গান সে
শোনায় নিরবধি।

আমি শুনি শুয়ে
বিজন বালুভুঁয়ে,
তুমি শোন কাঁখের কলস
ঘাটের 'পরে থুয়ে।
তুমি তাহার গানে
বোঝ একটা মানে,
আমার কূলে আরেক অর্থ
ঠেকে আমার কানে।
তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী,
দুই তটেরে একই গান সে
শোনায় নিরবধি॥

অতিথি

ওই শোনো গো অতিথ বুঝি আজ,
এল আজ।
ওগো বধূ, রাখো তোমার কাজ,
রাখো কাজ।
শুনছ না কি তোমার গৃহদ্বারে
রিনিঠিনি শিকলটি কে নাড়ে,
এমন ভরা সাঁঝ!
পায়ে পায়ে বাজিয়ো নাকো মল,
ছুটো নাকো চরণ চঞ্চল,
হঠাৎ পাবে লাজ।
ওই শোনো গো অতিথ এল আজ,
এল আজ।
ওগো বধূ, রাখো তোমার কাজ,
রাখো কাজ॥

নয় গো কভু বাতাস এ নয় নয়,
কভু নয়।
ওগো বধূ, মিছে কিসের ভয়,
মিছে ভয়।

আঁধার কিছু নাইকো আঙিনাতে,
আজকে দেখো ফাগুন-পূর্ণিমাতে
আকাশ আলোময়।
নাহয় তুমি মাথার ঘোমটা টানি
হাতে নিয়ো ঘরের প্রদীপখানি
যদি শঙ্কা হয়।
নয় গো কভু বাতাস এ নয় নয়,
কভু নয়।
ওগো বধূ, মিছে কিসের ভয়,
মিছে ভয়॥

নাহয় কথা কোয়ো না তার সনে,
পান্থ-সনে।
দাঁড়িয়ে তুমি থেকো একটি কোণে,
দুয়ার-কোণে।
প্রশ্ন যদি শুধায় কোনো-কিছু
নীরব থেকো মুখটি ক'রে নিচু
নম্র দুনয়নে।
কাঁকন যেন ঝংকারে না হাতে
পথ দেখিয়ে আনবে যবে সাথে
অতিথিসজ্জনে।

নাহয় কথা কোয়ো না তার সনে,
পান্থ-সনে।
দাঁড়িয়ে তুমি থেকো একটি কোণে,
দুয়ার-কোণে॥

ওগো বধূ, হয় নি তোমার কাজ?
গৃহকাজ?
ওই শোনো কে অতিথ এল আজ,
এল আজ।
সাজাও নি কি পূজারতির ডালা।
এখনো কি হয় নি প্রদীপ জ্বালা
গোষ্ঠগৃহের মাঝ।
অতি যত্নে সীমন্তটি চিরে
সিঁদুরবিন্দু আঁক নাই কি শিরে।
হয় নি সন্ধ্যাসাজ?
ওগো বধূ, হয় নি তোমার কাজ?
গৃহকাজ?
ওই শোনো কে অতিথ এল আজ,
এল আজ॥

সম্বরণ

আজকে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।
আজকে কেবল বউকথাকও ডাকে
কৃষ্ণচূড়ার পুষ্পপাগল শাখে—
আমি আছি তরুর তলায় পা মেলি,
সামনে অশোক টগর চাঁপা চামেলি।
আজকে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে॥

এমনিতরো বাতাস-বওয়া সকালে
নিজেরে মন হাজারো বার ঠকালে।
আপ্‌নারে হায় চিত-উদাস গানে
উড়িয়ে দিলে অজানিতের পানে—
চিরদিন যা ছিল নিজের দখলে
দিয়ে দিলে পথের পান্থ-সকলে।
আজকে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে॥

ভেবেছি তাই আজকে কিছুই গাব না

গানের সঙ্গে গলিয়ে প্রাণের ভাবনা।

আপ্‌না ভুলে, ওরে ভাবোন্মাদ,

দিস্‌ নে ভেঙে তোর বেদনাবাঁধ—

মনের সঙ্গে মনের কথা গাঁথা সে।

গাব না গান আজকে দখিন-বাতাসে।

আজকে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে

বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে॥

শিলাইদহ

২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

বিরহ

তুমি যখন চ'লে গেলে
তখন দুই-পহর।
সূর্য তখন মাঝ-গগনে,
রৌদ্র খরতর।
ঘরের কর্ম সাঙ্গ করে
ছিলেম তখন একলা ঘরে,
আপন-মনে বসে ছিলেম
বাতায়নের 'পর।
তুমি যখন চ'লে গেলে
তখন দুই-পহর॥

চৈত্র মাসের নানা খেতের
নানা গন্ধ নিয়ে
আসতেছিল তপ্ত হাওয়া
মুক্ত দুয়ার দিয়ে।
দুটি ঘুঘু সারাটা দিন
ডাকতেছিল শ্রান্তিবিহীন,
একটি ভ্রমর ফিরতেছিল
কেবল গুন্‌গুনিয়ে
চৈত্র মাসের নানা খেতের
নানা বার্তা নিয়ে॥

তখন পথে লোক ছিল না,
ক্লান্ত কাতর গ্রাম।
ঝাউশাখাতে উঠতেছিল
শব্দ অবিশ্রাম।
আমি শুধু একলা প্রাণে
অতিসুদূর বাঁশির তানে
গেঁথেছিলেম আকাশ ভ'রে
একটি কাহার নাম।
তখন পথে লোক ছিল না,
ক্লান্ত কাতর গ্রাম॥

ঘরে ঘরে দুয়ার দেওয়া,
আমি ছিলেম জেগে।
আবাঁধা চুল উড়তেছিল
উদাস হাওয়া লেগে।
তটতরুর ছায়ার তলে
ঢেউ ছিল না নদীর জলে,
তপ্ত আকাশ এলিয়ে ছিল
শুভ্র অলস মেঘে।
ঘরে ঘরে দুয়ার দেওয়া,
আমি ছিলেম জেগে॥

তুমি যখন চ'লে গেলে
তখন দুই-পহর।
শুষ্ক পথে, দগ্ধ মাঠে
রৌদ্র খরতর।
নিবিড়-ছায়া বটের শাখে
কপোত দুটি কেবল ডাকে—
একলা আমি বাতায়নে,
শূন্য শয়ন-ঘর।
তুমি যখন গেলে তখন
বেলা দুই-পহর॥

শিলাইদহ
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

ক্ষণেক দেখা

চলেছিলে পাড়ার পথে
কলস লয়ে কাঁখে,
একটুখানি ফিরে কেন
দেখলে ঘোমটা-ফাঁকে।
ওইটুকু যে চাওয়া
দিল একটু হাওয়া
কোথা তোমার ওপার থেকে
আমার এপার-'পরে।
অতিদূরের দেখাদেখি
অতি ক্ষণেক-তরে॥

আমি শুধু দেখেছিলেম
তোমার দুটি আঁখি—
ঘোমটা-ফাঁদা আঁধার-মাঝে
ত্রস্ত দুটি পাখি।
তুমি এক নিমিখে
চেয়ে আমার দিকে
পথের একটি পথিকেরে
দেখলে কতখানি,

একটুমাত্র কৌতূহলে
একটি দৃষ্টি হানি ॥

যেমন ঢাকা ছিলে তুমি
তেমনি রইলে ঢাকা ।
তোমার কাছে যেমন ছিনু
তেমনি রইনু ফাঁকা ।
তবে কিসের তরে
থামলে লীলাভরে
যেতে যেতে পাড়ার পথে
কলস লয়ে কাঁখে ।
একটুখানি ফিরে কেন
দেখলে ঘোমটা-ফাঁকে ॥

দার্জিলিং
১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

অকালে

ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস
　　পসরা লয়ে।
সন্ধ্যা হল, ওই-যে বেলা
　　গেল রে বয়ে।
যে-যার বোঝা মাথার 'পরে
ফিরে এল আপন ঘরে,
একাদশীর খণ্ড শশী
　　উঠল পল্লীশিরে।
পারের গ্রামে যারা থাকে
উচ্চকণ্ঠে নৌকা ডাকে,
হাহা করে প্রতিধ্বনি
　　নদীর তীরে তীরে।
　　　　কিসের আশে ঊর্ধ্বশ্বাসে
　　　　　　এমন সময়ে
　　　　ভাঙা হাটে তুই ছুটেছিস
　　　　　　পসরা লয়ে॥

সুপ্তি দিল বনের শিরে
হস্ত বুলায়ে,
কা কা ধ্বনি থেমে গেল
কাকের কুলায়ে।
বেড়ার ধারে পুকুর-পাড়ে
ঝিল্লি ডাকে ঝোপে-ঝাড়ে,
বাতাস ধীরে পড়ে এল,
স্তব্ধ বাঁশের শাখা।
হেরো ঘরের আঙিনাতে
শ্রান্তজনে শয়ন পাতে,
সন্ধ্যাপ্রদীপ আলোক ঢালে
বিরাম-সুধা-মাখা।
সকল চেষ্টা শান্ত যখন
এমন সময়ে
ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস
পসরা লয়ে॥

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

আষাঢ়

নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের
বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,
আউশের খেত জলে ভরভর,
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে, দেখ্ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের
বাহিরে॥

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘনঘন,
ধবলীরে আনো গোহালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্‌ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি।
রাখালবালক কী জানি কোথায়
সারাদিন আজি খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে॥

শোনো শোনো ওই পারে যাবে ব'লে
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে।
পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দু কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদর বেগে জলে পড়ি জল
ছলছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে॥

ওগো, আজ তোরা যাস নে গো, তোরা
যাস নে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর
নাহি রে।
ঝরঝর ধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ওই বেণুবন দুলে ঘনঘন
পথপাশে দেখ্ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের
বাহিরে॥

২০ জ্যৈষ্ঠ

দুই বোন

দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আনতে।
দেখেছে কি তারা পথিক কোথায়
দাঁড়িয়ে পথের প্রান্তে।
ছায়ায় নিবিড় বনে
যে আছে আঁধার কোণে
তারে যে কখন্ কটাক্ষে চায়
কিছু তো পারি নে জানতে।
দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আনতে॥

দুটি বোন তারা করে কানাকানি
কী না জানি জল্পনা!
গুঞ্জনধ্বনি দূর হতে শুনি,
কী গোপন মন্ত্রণা!
আসে যবে এইখানে
চায় দোঁহে দোঁহা-পানে,
কাহারো মনের কোনো কথা তারা
করেছে কি কল্পনা।
দুটি বোন তারা করে কানাকানি
কী না জানি জল্পনা॥

এইখানে এসে ঘট হতে কেন
জল উঠে উচ্ছলি।
চপল চক্ষে তরল তারকা
কেন উঠে উজ্জ্বলি।
যেতে যেতে নদীপথে
জেনেছে কি কোনোমতে
কাছে কোথা এক আকুল হৃদয়
দুলে উঠে চঞ্চলি।
এইখানে এসে ঘট হতে জল
কেন উঠে উচ্ছলি॥

দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আনতে।
বটের ছায়ায় কেহ কি তাদের
পড়েছে চোখের প্রান্তে।
কৌতুকে কেন ধায়
সচকিত দ্রুত পায়।
কলসে কাঁকন ঝলকি ঝনকি
ভোলায় রে দিক্‌ভ্রান্তে।
দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আনতে॥

শিলাইদহ
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

নববর্ষা

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে, হৃদয়
নাচে রে।
শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ;
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে,
ময়ূরের মতো নাচে রে॥

গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে, গরজে
গগনে।
ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরি ডাকিছে সঘনে।
গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে॥

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে, নয়নে
লেগেছে।
নবতৃণদলে ঘনবনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপনিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে ॥

ওগো, প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে, কবরী
এলায়ে ?
ওগো, নবঘন নীলবাসখানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি।
তড়িৎশিখার চকিত আলোকে
ওগো, কে ফিরিছে খেলায়ে।
ওগো, প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে ॥

ওগো, নদীকূলে তীরতৃণতলে
কে ব'সে অমল বসনে, শ্যামল
বসনে ?
সুদূর গগনে কাহারে সে চায়,
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়।
নবমালতীর কচি দলগুলি
আনমনে কাটে দশনে।
ওগো, নদীকূলে তীরতৃণতলে
কে ব'সে শ্যামল বসনে॥

ওগো, নির্জনে বকুলশাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে ? দোদুল
দুলিছে ?
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক,
কবরী খসিয়া খুলিছে।
ওগো নির্জনে বকুলশাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে॥

বিকচকেতকী তটভূমি-'পরে
কে বেঁধেছে তার তরণী, তরুণ
তরণী ?
রাশি রাশি তুলি শৈবালদল
ভরিয়া লয়েছে লোল অঞ্চল
বাদলরাগিণী সজলনয়নে
গাহিছে পরানহরণী।
বিকচকেতকী তটভূমি-'পরে
বেঁধেছে তরুণ তরণী ॥

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে, হৃদয়
নাচে রে।
ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে,
তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে
এল পল্লীর কাছে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে ॥

শিলাইদহ
২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

দুর্দিন

এতদিন পরে প্রভাতে এসেছ
কী জানি কী ভাবি মনে।
ঝড় হয়ে গেছে কাল রজনীতে
রজনীগন্ধাবনে।
কাননের পথ ভেসে গেছে জলে,
বেড়াগুলি ভেঙে পড়েছে ভূতলে,
নবফুটন্ত ফুলের দণ্ড
লুটায় তৃণের সনে।
এতদিন পরে তুমি যে এসেছ
কী জানি কী ভাবি মনে॥

হেরো গো আজিও প্রভাত-অরুণ
মেঘের আড়ালে হারা।
রহি রহি আজও ঘনায়ে ঘনায়ে
ঝরিছে বাদলধারা।
মাতাল বাতাস আজও থাকি থাকি
চেতিয়া চেতিয়া উঠে ডাকি ডাকি,
জড়িত পাখায় সিক্ত শাখায়
দোয়েল দেয় না সাড়া।

আজিও আঁধার প্রভাতে অরুণ
মেঘের আড়ালে হারা ॥

এ ভরা বাদলে আর্দ্র আঁচলে
একেলা এসেছ আজি,
এনেছ বহিয়া রিক্ত তোমার
পূজার ফুলের সাজি।
এত মধুমাস গেছে বার বার—
ফুলের অভাব ঘটে নি তোমার
বন আলো করি ফুটেছিল যবে
রজনীগন্ধারাজি।
এ ভরা বাদলে আর্দ্র আঁচলে
একেলা এসেছ আজি ॥

আজি তরুতলে দাঁড়ায়েছে জল,
কোথা বসিবার ঠাঁই।
কাল যাহা ছিল সে ছায়া, সে আলো,
সে গন্ধগান নাই।
তবু ক্ষণকাল রহো স্বরাহীন,
ছিন্নকুসুম পঙ্কে মলিন
ভূতল হইতে যতনে তুলিয়া
ধুয়ে ধুয়ে দিব তাই।

আজি তরুতলে দাঁড়ায়েছে জল,
কোথা বসিবার ঠাঁই ॥

এতদিন পরে তুমি যে এসেছ
কী জানি কী ভাবি মনে।
প্রভাত আজিকে অরুণবিহীন,
কুসুম লুটায় বনে।
যাহা আছে লও প্রসন্ন করে,
ও সাজি তোমার ভরে কি না ভরে—
ওই যে আবার নামে বারিধার
ঝরঝর বরষনে।
এতদিন পরে তুমি যে এসেছ
কী জানি কী ভাবি মনে ॥

৩ আষাঢ়

অবিনয়

হে নিরুপমা,

চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে

করিয়ো ক্ষমা।

এল আষাঢ়ের প্রথম দিবস,

বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,

বকুলবীথিকা মুকুলে মত্ত

কানন-'পরে—

নবকদম্ব মদিরগন্ধে

আকুল করে॥

হে নিরুপমা,

আঁখি যদি আজ করে অপরাধ

করিয়ো ক্ষমা।

হেরো আকাশের দূর কোণে কোণে
বিজুলি চমকি ওঠে খনে খনে,
বাতায়নে তব দ্রুত কৌতুকে
মারিছে উঁকি—
বাতাস করিছে দুরন্তপনা
ঘরেতে ঢুকি ॥

হে নিরুপমা,
গানে যদি লাগে বিহ্বল তান
করিয়ো ক্ষমা।
ঝরঝর ধারা আজি উতরোল,
নদীকূলে-কূলে উঠে কল্লোল,
বনে বনে গাহে মর্মরস্বরে
নবীন পাতা—
সজল পবন দিশে দিশে তুলে
বাদলগাথা ॥

হে নিরুপমা,
আজিকে আচারে ত্রুটি হতে পারে,
করিয়ো ক্ষমা।
দিবালোকহারা সংসারে আজ
কোনোখানে কারো নাহি কোনো কাজ,

জনহীন পথ ধেনুহীন মাঠ
যেন সে আঁকা—
বর্ষণঘন শীতল আঁধারে
জগৎ ঢাকা ॥

হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে
করিয়ো ক্ষমা।
তোমার দুখানি কালো আঁখি-'পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে,
ঘনকালো তব কুঞ্চিত কেশে
যূথীর মালা—
তোমারি ললাটে নববরষার
বরণডালা ॥

১ আষাঢ়

কৃষ্ণকলি

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে,
মুক্তবেণী পিঠের 'পরে লোটে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ॥

ঘন মেঘের আঁধার হল দেখে
ডাকতেছিল শ্যামল দুটি গাই,
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে
কুটীর হতে ত্রস্ত এল তাই।
আকাশ-পানে হানি যুগল ভুরু
শুনলে বারেক মেঘের গুরুগুরু।
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ॥

পুবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে,
ধানের খেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ।
আলের ধারে দাঁড়িয়েছিলেম একা,
মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।
আমার পানে দেখলে কিনা চেয়ে
আমিই জানি আর জানে সে মেয়ে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ॥

এমনি করে কালো কাজল মেঘ
জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশানকোণে।
এমনি করে কালো কোমল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমালবনে।

এমনি করে শ্রাবণ-রজনীতে
হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ॥

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
আর যা বলে বলুক অন্য লোক।
দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
মাথার 'পরে দেয় নি তুলে বাস,
লজ্জা পাবার পায় নি অবকাশ।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ॥

৪ আষাঢ়

ভর্ৎসনা

মিথ্যা আমায় কেন শরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে।
আমি তোমার পাড়ার প্রান্ত দিয়ে
চলেছিলেম আপন গৃহদ্বারে—
যেথা আমার বাঁধা ঘাটের কাছে
দুটি চাঁপায় ছায়া ক'রে আছে,
জামের শাখা ফলে-আঁধার-করা
স্বচ্ছগভীর পদ্মদিঘির ধারে।
তুমি আমায় কেন শরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে॥

আজ তো আমি মাটির পানে চেয়ে
দীনবেশে যাই নি তোমার ঘরে।
অতিথ হয়ে দিই নি দ্বারে সাড়া,
ভিক্ষাপাত্র নিই নি কাতর-করে।
আমি আমার পথে যেতে যেতে
তোমার ঘরের দ্বারের বাহিরেতে
ঘনশ্যামল তমাল-তরুমূলে
দাঁড়িয়েছি এই দণ্ড-দুয়ের তরে।

নতশিরে দুখানি হাত জুড়ি
দীনবেশে যাই নি তোমার ঘরে ॥

আমি তোমার ফুল্ল পুষ্পবনে
তুলি নাই তো যূথীর একটি দল ।
আমি তোমার ফলের শাখা হতে
ক্ষুধাভরে ছিঁড়ি নাই তো ফল ।
আছি শুধু পথের প্রান্তদেশে
দাঁড়ায় যেথা সকল পান্থ এসে—
নিয়েছি এই শুধু গাছের ছায়া,
পেয়েছি এই তরুণ তৃণতল ।
আমি তোমার ফুল্ল পুষ্পবনে
তুলি নাই তো যূথীর একটি দল ॥

শ্রান্ত বটে আছে চরণ মম,
পথের পঙ্ক লেগেছে দুই পায় ।
আষাঢ়-মেঘে হঠাৎ এল ধারা
আকাশ-ভাঙা বিপুল বরষায় ।
ঝোড়ো হাওয়ার এলোমেলো তালে
উঠল নৃত্য বাঁশের ডালে ডালে,
ছুটল বেগে ঘন মেঘের শ্রেণী
ভগ্নরণে ছিন্ন কেতুর প্রায় ।

শ্রান্ত বটে আছে চরণ মম,

পথের পঙ্ক লেগেছে দুই পায় ॥

কেমন করে জানব মনে আমি

কী যে আমায় ভাবলে মনে মনে।

কাহার লাগি একলা ছিলে বসে

মুক্তকেশে আপন বাতায়নে।

তড়িৎশিখা ক্ষণিক দীপ্তালোকে

হানতেছিল চমক তোমার চোখে,

জানত কে বা দেখতে পাবে তুমি

আছি আমি কোথায় যে কোন্ কোণে।

কেমন করে জানব মনে আমি

আমায় কী যে ভাবলে মনে মনে ॥

বুঝি গো দিন ফুরিয়ে গেল আজি,

এখনো মেঘ আছে আকাশ ভরে।

থেমে এল বাতাস বেণুবনে,

মাঠের 'পরে বৃষ্টি এল ধরে।

তোমার ছায়া দিলেম তবে ছাড়ি,

লও গো তোমার ভূমি-আসন কাড়ি,

সন্ধ্যা হল, দুয়ার করো রোধ—

যাব আমি আপন পথ-'পরে।

বুঝি গো দিন ফুরিয়ে গেল আজি,
এখনো মেঘ আছে আকাশ ভরে ॥

মিথ্যা আমায় কেন শরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে—
আছে আমার নতুন-ছাওয়া ঘর
পাড়ার পরে পদ্মদিঘির ধারে।
কুটীরতলে দিবস হলে গত
জ্বলে প্রদীপ ধ্রুবতারার মতো—
আমি কারো চাই নে কোনো দান
কাঙালবেশে কোনো ঘরের দ্বারে।
মিথ্যা আমায় কেন শরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে ॥

শিলাইদহ
৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

সুখদুঃখ

বসেছে আজ রথের তলায়
স্নানযাত্রার মেলা।
সকাল থেকে বাদল হল,
ফুরিয়ে এল বেলা।
আজকে দিনের মেলামেশা
যত খুশি যতই নেশা
সবার চেয়ে আনন্দময়
ওই মেয়েটির হাসি—
এক পয়সায় কিনেছে ও
তালপাতার এক বাঁশি।
বাজে বাঁশি পাতার বাঁশি
আনন্দস্বরে
হাজার লোকের হর্ষধ্বনি
সবার উপরে॥

ঠাকুরবাড়ি ঠেলাঠেলি,
লোকের নাহি শেষ।
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায়
ভেসে যায় রে দেশ।
আজকে দিনের দুঃখ যত
নাই রে দুঃখ উহার মতো
ওই যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান-পানে চাহি—
একটি রাঙা লাঠি কিনবে
একটি পয়সা নাহি।
চেয়ে আছে নিমেষ-হারা
নয়ন অরুণ—
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ॥

শিলাইদহ
৩১ জ্যৈষ্ঠ। স্নানযাত্রা

খেলা

মনে পড়ে সেই আষাঢ়ে
ছেলেবেলা
নালার জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতার ভেলা।
বৃষ্টি পড়ে দিবস-রাতি,
ছিল না কেউ খেলার সাথি,
একলা বসে পেতেছিলেম
সাধের খেলা।
নালার জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতার ভেলা॥

হঠাৎ হল দ্বিগুণ আঁধার
ঝড়ের মেঘে
হঠাৎ বৃষ্টি নামল কখন
দ্বিগুণ বেগে।
ঘোলা জলের স্রোতের ধারা
ছুটে এল পাগল-পারা,
পাতার ভেলা ডুবল নালার
তুফান লেগে—
হঠাৎ বৃষ্টি নামল যখন
দ্বিগুণ বেগে॥

সেদিন আমি ভেবেছিলেম
মনে মনে,
হতবিধির যত বিবাদ
আমার সনে।
ঝড় এল যে আচম্বিতে
পাতার ভেলা ডুবিয়ে দিতে
আর কিছু তার ছিল না কাজ
ত্রিভুবনে।
হতবিধির যত বিবাদ
আমার সনে॥

আজ আষাঢ়ে একলা ঘরে
কাটল বেলা
ভাবতেছিলেম এতদিনের
নানান খেলা।
ভাগ্য-'পরে করিয়া রোষ
দিতেছিলেম বিধিরে দোষ—
পড়ল মনে নালার জলে
পাতার ভেলা।
ভাবতেছিলেম এতদিনের
নানান খেলা॥

৩২ জ্যৈষ্ঠ

কৃতার্থ

এখনো ভাঙে নি ভাঙে নি মেলা,
নদীর তীরের মেলা।
এ শুধু আষাঢ়-মেঘের আঁধার
এখনো রয়েছে বেলা।
ভেবেছিনু দিন মিছে গোঙালেম,
যাহা ছিল বুঝি সবই খোয়ালেম—
আছে আছে তবু, আছে ভাই, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারও ভাগ্যে আজ ঘটে নাই
কেবলই ফাঁকি ॥

বেচিবার যাহা বেচা হয়ে গেছে,
কিনিবার যাহা কেনা।
আমি তো চুকিয়ে দিয়েছি নিয়েছি
সকল পাওনা দেনা।

দিন না ফুরাতে ফিরিব এখন—
প্রহরী চাহিছ পসরার পণ?
ভয় নাই ওগো আছে আছে, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারও ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
কেবলই ফাঁকি॥

কখন্ বাতাস মাতিয়া আবার
মাথায় আকাশ ভাঙে!
কখন্ সহসা নামিবে বাদল,
তুফান উঠিবে গাঙে!
তাই ছুটাছুটি চলিয়াছি ধেয়ে—
পারানির কড়ি চাহ তুমি নেয়ে?
কিসের ভাবনা, আছে আছে, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারও ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
কেবলই ফাঁকি॥

ধান-ক্ষেত বেয়ে বাঁকা পথখানি
গিয়েছে গ্রামের পারে।
বৃষ্টি আসিতে দাঁড়ায়েছিলেম
নিরালা কুটীরদ্বারে।

থামিল বাদল, চলিনু এবার—
হে দোকানি, চাও মূল্য তোমার ?"
ভয় নাই ভাই, আছে আছে, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারও ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
সকলই ফাঁকি॥

পথের প্রান্তে বটের তলায়
বসে আছ এইখানে—
হায় গো ভিখারি, চাহিছ কাতরে
আমারও মুখের পানে!
ভাবিতেছ মনে বেচাকেনা সেরে
কত লাভ ক'রে চলিয়াছে কে রে!—
আছে আছে বটে, আছে ভাই, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারও ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
সকলই ফাঁকি॥

আঁধার রজনী, বিজন এ পথ
জোনাকি চমকে গাছে।
কে তুমি আমার সঙ্গ ধরেছ—
নীরবে চলেছ পাছে?

এ ক'টি কড়ির মিছে ভার বওয়া,
তোমাদের প্রথা কেড়েকুড়ে লওয়া—
হবে না নিরাশ, আছে আছে, কিছু
রয়েছে বাকি।
আমারও ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
কেবলই ফাঁকি॥

নিশি দু'পহর, পঁহুছিনু ঘর
দু হাত রিক্ত করি।
তুমি আছ একা সজলনয়নে
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি!
চোখে ঘুম নাই, কথা নাই মুখে,
ভীতপাখিসম এলে মোর বুকে—
আছে আছে, বিধি, এখনো অনেক
রয়েছে বাকি।
আমারও ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
সকলই ফাঁকি॥

২ আষাঢ়

স্থায়ী-অস্থায়ী

তুলেছিলেম কুসুম তোমার
হে সংসার, হে লতা—
পরতে মালা বিঁধল কাঁটা,
বাজল বুকে ব্যথা
হে সংসার, হে লতা!
বেলা যখন পড়ে এল,
আঁধার এল ছেয়ে,
দেখি তখন চেয়ে—
তোমার গোলাপ গেছে, আছে
আমার বুকের ব্যথা
হে সংসার, হে লতা!

আরো তোমার অনেক কুসুম
ফুটবে যথা-তথা—
অনেক গন্ধ, অনেক মধু,
অনেক কোমলতা
হে সংসার, হে লতা!
সে ফুল তোলার সময় তো আর
নাহি আমার হাতে।
আজকে আঁধার রাতে
আমার গোলাপ গেছে, কেবল
আছে বুকের ব্যথা
হে সংসার, হে লতা!

রেলগাড়ি
দার্জিলিং-পথে
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

উদাসীন

হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি,
ছুটি নে কাহারও পিছুতে ;
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই কিছুতে।
নির্ভয়ে ধাই সুযোগ-কুযোগ বিছুরি,
খেয়াল-খবর রাখি নে তো কোনো কিছুরই ;
উপরে চড়িতে যদি নাই পাই সুবিধা
সুখে পড়ে থাকি নিচুতেই, থাকি নিচুতে।
হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি
ছুটি নে কাহারও পিছুতে ;
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই কিছুতে॥

যেথা-সেথা ধাই যাহা-তাহা পাই
ছাড়ি নেকো ভাই, ছাড়ি নে ;
তাই ব'লে কিছু কাড়াকাড়ি ক'রে কাড়ি নে।

যাহা যেতে চায় ছেড়ে দিই তারে তখুনি—
বকি নে কারেও, শুনি নে কাহারও বকুনি ;
কথা যত আছে মনের তলায় তলিয়ে
ভুলেও কখনো সহসা তাদের নাড়ি নে।
যেথা-সেথা ধাই যাহা-তাহা পাই
ছাড়ি নেকো ভাই, ছাড়ি নে ;
তাই ব'লে কিছু তাড়াতাড়ি ক'রে কাড়ি নে ॥

মন-দে'য়া-নে'য়া অনেক করেছি,
মরেছি হাজার মরণে ;
নূপুরের মতো বেজেছি চরণে চরণে।
আঘাত করিয়া ফিরেছি দুয়ারে দুয়ারে,
সাধিয়া মরেছি ইঁহারে তাঁহারে উঁহারে,
অশ্রু গাঁথিয়া রচিয়াছি কত মালিকা—
রাঙিয়াছি তাহা হৃদয়শোণিত-বরনে।
মন-দে'য়া-নে'য়া অনেক করেছি,
মরেছি হাজার মরণে ;
নূপুরের মতো বেজেছি চরণে চরণে ॥

এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি,
মন ফেলে তাই ছুটেছি ;
তাড়াতাড়ি ক'রে খেলাঘরে এসে জুটেছি।

বুক-ভাঙা বোঝা নেব না রে আর তুলিয়া,
ভুলিবার যাহা একেবারে যাব ভুলিয়া,
যাঁর বেড়ি তাঁরে ভাঙা বেড়িগুলি ফিরায়ে
বহুদিন পরে মাথা তুলে আজ উঠেছি।
এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি,
মন ফেলে তাই ছুটেছি;
তাড়াতাড়ি ক'রে খেলাঘরে এসে জুটেছি॥

কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত
আগে পড়িত না নয়নে—
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম চয়নে।
মধুকরসম ছিনু সঞ্চয়প্রয়াসী;
কুসুমকান্তি দেখি নাই, মধুপিয়াসি—
বকুল কেবল দলিত করেছি আলসে
ছিলাম যখন নিলীন বকুলশয়নে।
কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত
আগে পড়িত না নয়নে;
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম চয়নে॥

দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি,
মন নাহি মোর কিছুতে;
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারই পিছুতে।

সবলে কারেও ধরি নে বাসনামুঠিতে,
দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে ;
যখন ছেড়েছি উচ্চে উঠার দুরাশা
হাতের নাগালে পেয়েছি সবারে নিচুতে।
দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি,
মন নাহি মোর কিছুতে ;
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারই পিছুতে ॥

যৌবনবিদায়

ওগো যৌবনতরী,
এবার বোঝাই সাঙ্গ ক'রে
দিলেম বিদায় করি।
কতই খেয়া, কতই খেয়াল,
কতই-না দাঁড়-বাওয়া,
তোমার পালে লেগেছিল
কত দখিন-হাওয়া।
কত ঢেউয়ের টল্‌মলানি,
কত স্রোতের টান,
পূর্ণিমাতে সাগর হতে
কত পাগল বান।

এ পার হতে ও পার ছেয়ে
ঘন মেঘের সারি,
শ্রাবণ-দিনে ভরা গাঙে
দুকূল-হারা পাড়ি।
অনেক খেলা, অনেক মেলা,
সকলই শেষ ক'রে
চল্লিশেরই ঘাটের থেকে
বিদায় দিনু তোরে॥

ওগো তরুণ তরী,
যৌবনেরই শেষ ক'টি গান
দিনু বোঝাই করি।
সে-সব দিনের কান্না হাসি
সত্য মিথ্যা ফাঁকি
নিঃশেষিয়ে যাস রে নিয়ে,
রাখিস নে আর বাকি।
নোঙর দিয়ে বাঁধিস নে আর,
চাহিস নে আর পাছে,
ফিরে ফিরে ঘুরিস নে আর
ঘাটের কাছে কাছে।

এখন হতে ভাঁটার স্রোতে
ছিন্ন পালটি তুলে,
ভেসে যা রে স্বপ্ন-সমান
অস্তাচলের কূলে।
সেথায় সোনা-মেঘের ঘাটে
নামিয়ে দিয়ো শেষে
বহু দিনের বোঝা তোমার—
চিরনিদ্রার দেশে॥

•

ওরে আমার তরী,
পারে যাবার উঠল হাওয়া,
ছোট্ট রে ত্বরা করি।
যেদিন খেয়া ধরেছিলেম
ছায়াবটের ধারে,
ভোরের সুরে ডেকেছিলেম
'কে যাবি আয় পারে!'—
ভেবেছিলেম ঘাটে ঘাটে
করতে আনাগোনা
এমন চরণ পড়বে নায়ে
নৌকা হবে সোনা।

এতবারের পারাপারে
এত লোকের ভিড়ে
সোনা-করা দুটি চরণ
দেয় নি পরশ কি রে!
যদি চরণ প'ড়ে থাকে
কোনো একটি বারে—
যা রে সোনার জন্ম নিয়ে
সোনার মৃত্যু-পারে॥

শেষ হিসাব

সন্ধ্যা হয়ে এল, এবার
সময় হল হিসাব নেবার।
যে দেব্‌তারে গড়েছিলেম,
দ্বারে যাঁদের পড়েছিলেম,
আয়োজনটা করেছিলেম
জীবন দিয়ে চরণ-সেবার,
তাঁদের মধ্যে আজ সায়াহ্নে
কেবা আছেন এবং কে নেই—
কেই বা বাকি কেই বা ফাঁকি
ছুটি নেব সেইটে জেনেই॥

নাই বা জানলি হায় রে মূর্খ!
কী হবে তোর হিসাব সূক্ষ্ম!
সন্ধ্যা এল, দোকান তোলো—
পারের নৌকা তৈরি হল,
যত পার ততই ভোলো
বিফল সুখের বিরাট দুঃখ।
জীবনখানা খুললে তোমার
শূন্য দেখি শেষের পাতা—

কী হবে, ভাই, হিসেব নিয়ে!
তোমার নয়কো লাভের খাতা ॥

আপনি আঁধার ডাকছে তোরে,
ডাকছে তোমায় দয়া করে।
তুমি তবে কেনই জ্বালো
মিট্‌মিটে ওই দীপের আলো—
চক্ষু মুদে থাকাই ভালো,
শ্রান্ত, পথের প্রান্তে প'ড়ে।
জানাজানির সময় গেছে,
বোঝাপড়া কর্ রে বন্ধ—
অন্ধকারের স্নিগ্ধ কোলে
থাক্ রে হয়ে বধির অন্ধ ॥

যদি তোমায় কেউ না রাখে,
সবাই যদি ছেড়েই থাকে—
জনশূন্য বিশাল ভবে
একলা এসে দাঁড়াও তবে,
তোমার বিশ্ব উদার রবে
হাজার সুরে তোমায় ডাকে।
আঁধার রাতে নির্নিমেষে
দেখতে দেখতে যাবে দেখা—

তুমি একা জগৎ-মাঝে,
প্রাণের মাঝে আরেক একা ॥

ফুলের দিনের যে মঞ্জরী
ফলের দিনে যাক সে ঝরি।
মরিস নে আর মিথ্যে ভেবে,
বসন্তেরই অন্তে এবে
যারা যারা বিদায় নেবে
একে একে যাক রে সরি।
হোক রে তিক্ত মধুর কণ্ঠ,
হোক রে রিক্ত কল্পলতা—
তোমার থাকুক পরিপূর্ণ
একলা-থাকার সার্থকতা ॥

শেষ

থাকব না ভাই, থাকব না কেউ—

থাকবে না, ভাই, কিছু !

সেই আনন্দে যাও রে চলে

কালের পিছু পিছু।

অধিক দিন তো বইতে হয় না

শুধু একটি প্রাণ।

অনন্ত কাল একই কবি

গায় না একই গান।

মালা বটে শুকিয়ে মরে—

যে জন মালা পরে

সেও তো নয় অমর, তবে

দুঃখ কিসের তরে।

থাকব না ভাই, থাকব না কেউ—

থাকবে না, ভাই, কিছু !

সেই আনন্দে যাও রে চলে

কালের পিছু পিছু॥

সবই হেথায় একটা কোথাও

করতে হয় রে শেষ,

গান থামিলে তাই তো কানে

থাকে গানের রেশ।

কাটলে বেলা সাধের খেলা
সমাপ্ত হয় ব'লে
ভাবনাটি তার মধুর থাকে
আকুল অশ্রুজলে।
জীবন অস্তে যায় চলি, তাই
রঙটি থাকে লেগে
প্রিয়জনের মনের কোণে
শরৎসন্ধ্যামেঘে।
থাকব না ভাই, থাকব না কেউ—
থাকবে না ভাই, কিছু।
সেই আনন্দে যাও রে ধেয়ে
কালের পিছু পিছু॥

ফুল তুলি তাই তাড়াতাড়ি
পাছে ঝ'রেই পড়ে।
সুখ নিয়ে তাই কাড়াকাড়ি,
পাছে যায় সে স'রে।
রক্ত নাচে দ্রুতচ্ছন্দে,
চক্ষে তড়িৎ ভায়,
চুম্বনেরে কেড়ে নিতে
অধর ধেয়ে যায়।

সমস্ত প্রাণ জাগে রে তাই,
বক্ষোদোলায় দোলে—
বাসনাতে ঢেউ উঠে যায়
মত্ত আকুল রোলে।
থাকব না ভাই, থাকব না কেউ—
থাকবে না, ভাই, কিছু।
সেই আনন্দে চল্ রে ছুটে
কালের পিছু পিছু॥

কোনো জিনিস চিনব যে রে
প্রথম থেকে শেষ,
নেব যে সব বুঝে-পড়ে—
নাই সে সময়-লেশ।
জগৎটা যে জীর্ণ মায়া
সেটা জানার আগে
সকল স্বপ্ন কুড়িয়ে নিয়ে
জীবন-রাত্রি ভাগে।
ছুটি আছে শুধু দুদিন
ভালোবাসবার মতো,
কাজের জন্যে জীবন হলে
দীর্ঘজীবন হত।

থাকব না ভাই, থাকব না কেউ—
থাকবে না, ভাই, কিছু।
সেই আনন্দে চল্ রে ছুটে
কালের পিছু পিছু॥

আজ তোমাদের যেমন জানছি
তেমনি জানতে জানতে
ফুরায় যেন সকল জানা—
যাই জীবনের প্রান্তে।
এই-যে নেশা লাগল চোখে
এইটুকু যেই ছোটে
অমনি যেন সময় আমার
বাকি না রয় মোটে।
জ্ঞানের চক্ষু স্বর্গে গিয়ে
যায় যদি যাক খুলি,
মর্তে যেন না ভেঙে যায়
মিথ্যে মায়াগুলি॥

থাকব না ভাই, থাকব না কেউ—
থাকবে না, ভাই, কিছু।
সেই আনন্দে চল্ রে ধেয়ে
কালের পিছু পিছু॥

বিলম্বিত

অনেক হল দেরি,
আজও তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।
তখন ছিল দখিন হাওয়া
আধ্‌ঘুমো আধ্‌জাগা,
তখন ছিল সর্ষেক্ষেতে
ফুলের আগুন লাগা।
তখন আমি মালা গেঁথে
পদ্মপাতায় ঢেকে
পথে বাহির হয়েছিলেম
রুদ্ধ কুটীর থেকে!
অনেক হল দেরি,
আজও তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি॥

বসন্তের সে মালা
আজ কি তেমন গন্ধ দেবে
নবীন-সুধা-ঢালা।
আজকে বহে পুবে বাতাস,
মেঘে আকাশ জুড়ে,
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে
নব-নবাঙ্কুরে।
হাওয়ায় হাওয়ায় নাইকো সে হায়
হাল্কা সে হিল্লোল,
নাই বাগানে হাস্যে গানে
পাগল গণ্ডগোল।
অনেক হল দেরি,
আজও তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি॥

হল কালের ভুল,
পুবে হাওয়ায় ধরে দিলেম
দখিন-হাওয়ার ফুল।
এখন এল অন্য সুরে
অন্য গানের পালা,
এখন গাঁথো অন্য ফুলে
অন্য ছাঁদের মালা।

বাজছে মেঘের গুরু গুরু,
বাদল ঝরঝর,
সজলবায়ে কদম্ববন
কাঁপছে থরথর।
অনেক হল দেরি,
আজও তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি॥

২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

মেঘমুক্ত

ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে,
আয় গো আয় !
কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনের
ভিজে পাতায় ।
ঝিকিঝিকি করি কাঁপিতেছে বট,
ওগো, ঘাটে আয়, নিয়ে আয় ঘট,
পথের দু ধারে শাখে শাখে আজি
পাখিরা গায় ।
ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে,
আয় গো আয় ॥

তোমাদের সেই ছায়া-ঘেরা দিঘি
না আছে তল,
কূলে কূলে তার ছেপে ছেপে আজি
উঠেছে জল ।
এ ঘাট হইতে ও ঘাটে তাহার
কথা-বলাবলি নাহি চলে আর,
একাকার হল তীরে আর নীরে
তাল-তলায় ।

আজ ভোর হতে নাই গো বাদল,
আয় গো আয় ॥

ঘাটে পঁইঠায় বসিবি বিরলে
ডুবায়ে গলা,
হবে পুরাতন প্রাণের কথাটি
নূতন বলা।
সে কথার সাথে রেখে রেখে মিল
থেকে থেকে ডেকে উঠিবে কোকিল,
কানাকানি করে ভেসে যাবে মেঘ
আকাশ-গায়।
আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল,
আয় গো আয় ॥

তপন-আতপে আতপ্ত হয়ে
উঠেছে বেলা,
খঞ্জন দুটি আলস্যভরে
ছেড়েছে খেলা।
কলস পাকড়ি আঁকড়িয়া বুকে
ভরা জলে তোরা ভেসে যাবি সুখে,
তিমিরনিবিড় ঘনঘোর ঘুমে
স্বপনপ্রায়।

আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল,
আয় গো আয়॥

মেঘ ছুটে গেল, নাই গো বাদল,
আয় গো আয়।
আজিকে সকালে শিথিল কোমল
বহিছে বায়।
পতঙ্গ যেন ছবিসম আঁকা
শৈবাল-'পরে মেলে আছে পাখা,
জলের কিনারে বসে আছে বক
গাছের ছায়।
আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল,
আয় গো আয়॥

শিলাইদহ
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

চিরায়মানা

যেমন আছ তেমনি এসো,
আর কোরো না সাজ।
বেণী নাহয় এলিয়ে রবে,
সিঁথে না হয় বাঁকা হবে,
নাই বা হল পত্রলেখায়
সকল কারুকাজ।
কাঁচল যদি শিথিল থাকে
নাইকো তাহে লাজ।
যেমন আছ তেমনি এসো,
আর কোরো না সাজ॥

এসো দ্রুত চরণ দুটি
তৃণের 'পরে ফেলে।
ভয় কোরো না— অলক্তরাগ
মোছে যদি মুছিয়া যাক,
নূপুর যদি খুলে পড়ে
নাহয় রেখে এলে।
খেদ কোরো না মালা হতে
মুক্তা খসে গেলে।

এসো দ্রুত চরণ দুটি
তৃণের 'পরে ফেলে ॥

হেরো গো ওই আঁধার হল,
আকাশ ঢাকে মেঘে।
ও পার হতে দলে দলে
বকের শ্রেণী উড়ে চলে,
থেকে থেকে শূন্য মাঠে
বাতাস ওঠে জেগে।
ওই রে গ্রামের গোষ্ঠমুখে
ধেনুরা ধায় বেগে।
হেরো গো ওই আঁধার হল,
আকাশ ঢাকে মেঘে ॥

প্রদীপখানি নিবে যাবে,
মিথ্যা কেন জ্বালো।
কে দেখতে পায় চোখের কাছে
কাজল আছে কি না-আছে—
তরল তব সজল দিঠি
মেঘের চেয়ে কালো।
আঁখির পাতা যেমন আছে
এমনি থাকা ভালো।

কাজল দিতে প্রদীপখানি
মিথ্যা কেন জ্বালো ॥

এসো হেসে সহজ বেশে,
আর কোরো না সাজ।
গাঁথা যদি না হয় মালা
ক্ষতি তাহে নাই গো বালা,
ভূষণ যদি না হয় সারা
ভূষণে নাই কাজ।
মেঘে মগন পূর্বগগন,
বেলা নাই রে আজ।
এসো হেসে সহজ বেশে,
নাই বা হল সাজ ॥

শিলাইদহ
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

আবির্ভাব

বহুদিন হল কোন্ ফাল্গুনে
ছিনু আমি তব ভরসায়,
এলে তুমি ঘন বরষায়।
আজি উত্তাল তুমুল ছন্দে
আজি নবঘনবিপুলমন্দ্রে
আমার পরানে যে গান বাজাবে
সে গান তোমার করো সায়,
আজি জলভরা বরষায়॥

দূরে একদিন দেখেছিনু তব
কনকাঞ্চল-আবরণ,
নবচম্পক-আভরণ।
কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘননীল গুণ্ঠন তব,
চল চপলার চকিত চমকে
করিছে চরণ বিচরণ—
কোথা চম্পক-আভরণ॥

সেদিন দেখেছি খনে খনে তুমি
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে বনতল,
নুয়ে নুয়ে যেত ফুলদল।
শুনেছিনু যেন মৃদু রিনিরিনি
ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিঙ্কিণী,
পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে
তব নিশ্বাসপরিমল,
ছুঁয়ে যেতে যবে বনতল ॥

আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল,
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছ আমারে তোমার ছায়ায়
সঘন সজল বিশাল মায়ায়,
আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে
হৃদয়সাগর-উপকূল
চরণে জড়ায়ে বনফুল ॥

ফাল্গুনে আমি ফুলবনে ব'সে
গেঁথেছিনু যত ফুলহার
সে নহে তোমার উপহার।

যেথা চলিয়াছ সেথা পিছে পিছে
স্তবগান তব আপনি ধ্বনিছে,
বাজাতে শেখে নি সে গানের সুর
এ ছোটো বীণার ক্ষীণ তার—
এ নহে তোমার উপহার ॥

কে জানিত সেই ক্ষণিকামুরতি
দূরে করি দিবে বরষন,
মিলাবে চপল দরশন।
কে জানিত মোরে এত দিবে লাজ!
তোমার যোগ্য করি নাই সাজ,
বাসরঘরের দুয়ারে করালে
পূজার অর্ঘ্য বিরচন—
একি রূপে দিলে দরশন ॥

ক্ষমা করো তবে, ক্ষমা করো মোর
আয়োজনহীন পরমাদ—
ক্ষমা করো যত অপরাধ।
এই ক্ষণিকের পাতার কুটীরে
প্রদীপ-আলোকে এসো ধীরে ধীরে
এই বেতসের বাঁশিতে পড়ুক
তব নয়নের পরসাদ—
ক্ষমা করো যত অপরাধ ॥

আস নাই তুমি নবফাল্গুনে
ছিনু যবে তব ভরসায়—
এসো এসো ভরা বরষায়।
এসো গো গগনে আঁচল লুটায়ে,
এসো গো সকল স্বপন ছুটায়ে,
এ পরান ভরি যে গান বাজাবে
সে গান তোমার করো সায়
আজি জলভরা বরষায়॥

১০ আষাঢ়

কল্যাণী

বিরল তোমার ভবনখানি
পুষ্পকাননমাঝে—
হে কল্যাণী, নিত্য আছ
আপন গৃহকাজে।
বাইরে তোমার আম্রশাখে
স্নিগ্ধরবে কোকিল ডাকে,
ঘরে শিশুর কলধ্বনি
আকুল হর্ষভরে।
সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে॥

প্রভাত আসে তোমার দ্বারে
পূজার সাজি ভরি,
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির
বরণ-ডালা ধরি।

সদা তোমার ঘরের মাঝে
নীরব একটি শঙ্খ বাজে,
কাঁকনদুটির মঙ্গলগীত
উঠে মধুর স্বরে।
সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে॥

রূপসীরা তোমার পায়ে
রাখে পূজার থালা,
বিদুষীরা তোমার গলায়
পরায় বরমালা।
ভালে তোমার আছে লেখা
পুণ্যধামের রশ্মিরেখা,
সুধাস্নিগ্ধ হৃদয়খানি
হাসে চোখের 'পরে।
সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে॥

তোমার নাহি শীতবসন্ত
জরা কি যৌবন,
সর্বঋতু সর্বকালে
তোমার সিংহাসন।

নিভে নাকো প্রদীপ তব,
পুষ্প তোমার নিত্য নব,
অচলা শ্রী তোমায় ঘেরি
চির বিরাজ করে।
সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে॥

নদীর মতো এসেছিলে
গিরিশিখর হতে,
নদীর মতো সাগর-পানে
চলো অবাধ স্রোতে।
একটি গৃহে পড়ছে লেখা
সেই প্রবাহের গভীর রেখা,
দীপ্ত শিরে পুণ্যশীতল
তীর্থসলিল ঝরে।
সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে॥

তোমার শান্তি পান্থজনে
ডাকে গৃহের পানে,
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন
গেঁথে গেঁথে আনে।

আমার কাব্যকুঞ্জবনে
কত অধীর সমীরণে
কত-যে ফুল কত আকুল
মুকুল খ'সে পড়ে।
সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান
আছে তোমার তরে॥

২৮ জ্যৈষ্ঠ

অন্তরতম

আমি যে তোমায় জানি, সে তো কেউ
জানে না।
তুমি মোর পানে চাও, সে তো কেউ
মানে না।
মোর মুখে পেলে তোমার আভাস
কত জনে কত করে পরিহাস—
পাছে সে না পারি সহিতে
নানা ছলে তাই ডাকি যে তোমায়,
কেহ কিছু নারে কহিতে ॥

তোমার পথ যে তুমি চিনায়েছ
সে কথা বলি নে কাহারে।
সবাই ঘুমালে জনহীন রাতে
একা আসি তব দুয়ারে।
স্তব্ধ তোমার উদার আলয়,
বীণাটি বাজাতে মনে করি ভয়,
চেয়ে থাকি শুধু নীরবে।
চকিতে তোমার ছায়া দেখি যদি
ফিরে আসি তবে গরবে ॥

প্রভাত না হতে কখন্ আবার
গৃহকোণমাঝে আসিয়া
বাতায়নে ব'সে বিহ্বল বীণা
বিজনে বাজাই হাসিয়া।
পথ দিয়ে যেবা আসে যেবা যায়
সহসা থমকি চমকিয়া চায়—
মনে করে তারে ডেকেছি।
জানে না তো কেহ কত নাম দিয়ে
এক নামখানি ঢেকেছি॥

ভোরের গোলাপ সে গানে সহসা
সাড়া দেয় ফুলকাননে,
ভোরের তারাটি সে গানে জাগিয়া
চেয়ে দেখে মোর আননে।
সব সংসার কাছে আসে ঘিরে,
প্রিয়জন সুখে ভাসে আঁখিনীরে,
হাসি জেগে ওঠে ভবনে।
যে নামে যে ছলে বীণাটি বাজাই
সাড়া পাই সারা ভুবনে॥

নিশীথে নিশীথে বিপুল প্রাসাদে
তোমার মহলে মহলে
হাজার হাজার সোনার প্রদীপ
জ্বলে অচপল অনলে।
মোর দীপে জ্বেলে তাহারি আলোক
পথ দিয়ে আসি, হাসে কত লোক,
দূরে যেতে হয় পালায়ে—
তাই তো সে শিখা ভবনশিখরে
পারি নে রাখিতে জ্বালায়ে॥

বলি নে তো কারে সকালে বিকালে
তোমার পথের মাঝেতে
বাঁশি বুকে লয়ে বিনা কাজে আসি,
বেড়াই ছদ্মসাজেতে।
যাহা মুখে আসে গাই সেই গান
নানা রাগিণীতে দিয়ে নানা তান,
এক গান রাখি গোপনে।
নানা মুখপানে আঁখি মেলি চাই,
তোমা-পানে চাই স্বপনে॥

৩ আষাঢ়

সমাপ্তি

পথে যতদিন ছিনু ততদিন
অনেকের সনে দেখা,
সব শেষ হল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা।
নানা বসন্তে নানা বরষায়
অনেক দিবসে অনেক নিশায়
দেখেছি অনেক, সহেছি অনেক,
লিখেছি অনেক লেখা—
পথে যতদিন ছিনু ততদিন
অনেকের সনে দেখা॥

কখন্ যে পথ আপনি ফুরালো,
সন্ধ্যা হল যে কবে—
পিছনে চাহিয়া দেখিনু, কখন্
চলিয়া গিয়াছে সবে।
তোমার নীরব নিভৃত ভবনে
জানি না কখন্ পশিনু কেমনে।
অবাক রহিনু আপন প্রাণের
নূতন গানের রবে।

কখন্‌ যে পথ আপনি ফুরালো,
সন্ধ্যা হল যে কবে॥

চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে
অশ্রুজলের রেখা।
বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী
আছে কি ললাটে লেখা!
রুধিয়া দিয়েছ তব বাতায়ন,
বিছানো রয়েছে শীতল শয়ন,
তোমার সন্ধ্যাপ্রদীপ-আলোকে
তুমি আর আমি একা।
নয়নে আমার অশ্রুজলের
চিহ্ন কি যায় দেখা॥

—